श्रीश्रीजगन्नाथः ।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে ।
বলভদ্রসুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীক্ষেত্র ধামের বার্ত্তা করিব বর্ণন। উৎকল খণ্ডমত করিয়া দর্শন ॥ স্থূল তাৎপর্য্য সবে ইহাতে পাইবে। সূক্ষ্ম যাঁর বাঞ্ছা হয় পুরাণে শুনিবে ॥ ক্ষেত্র পরিমাণ দশ যোজন নির্ণয়। দেখে শুনে লিখি যাহা পুরাণে নিশ্চয় ॥ শুন সীমা লিখি তার ভদাদি ভদন্ত। ঋষিকুল্যা নদ্যবধি বিরজা পর্য্যন্ত ॥ বৈতরণী নামে নদী বিরজা জানিবা। নদীতীরে যাজপুরে মণিময়ী শিবা ॥ এদশ যোজন মধ্যে চারি ক্ষেত্রধাম। বিশেষ করিয়া কহি প্রত্যেকের নাম ॥ শ্রীকৃষ্ণের চারি হস্তে যে চারিভূষণ। তাতে চারি পুরী হয় শুন বিচক্ষণ ॥ শঙ্খক্ষেত্রে জগন্নাথ করেন বিরাজ। চক্রক্ষেত্রে ভুবনেশ্বর মহারাজ ॥ গদাক্ষেত্রে নর্ম্মদা বিরজা বিরাজিতা। গয়াসুর নাভি কুণ্ডে পুরী সুশোভিতা ॥ পদ্মক্ষেত্রে সূর্য্যদেব সদা অধিষ্ঠান। চন্দ্রভাগানদী তথা আছে বিদ্যমান ॥ পুরীর মাহাত্ম্য কথা পুরাণে অশেষ। কপিল সংহিতা গ্রন্থে আছয়ে বিশেষ ॥ এ চারি ক্ষেত্রের কথা ক্রমেতে লিখিব। প্রথমত শঙ্খক্ষেত্র তাহাকে

শ্রীমন্দির জগন্নাথ গাত্রে বিরাজিত ॥ সিংহদ্বারে দ্বারিভাবে পতিত পাবন ॥ দেখে শুনে বুঝি চিত্রপুত্তলিকা হন ॥ পরে কাশী বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ সার । অজ্ঞান নাথের লিঙ্গ মহিমা অপার ॥ মণিময় চক্র নারায়ণের বসতি । শিলাময় বট কৃষ্ণ ভণ্ড গণপতি ॥ অকৃত্রিম দিনমণি দেবের প্রতিমা । ক্ষেত্র অধিষ্ঠাতা তিনি অনন্ত মহিমা ॥ ইহাঁরা সে সিংহদ্বারে করেন নিবাস । দৃষ্টিমাত্রে ভকতের পাপ হয় নাশ ॥ তথায় অক্ষয় বটনামে এক বৃক্ষ । আশ্রিত জনের পাপরাশি নাশে দক্ষ ॥ তাঁহার ছায়ায় যেবা ক্ষণকাল রয় । ব্রহ্মহত্যা কলুষ তখনি নাশ হয় । আর আদি নৃসিংহ রূপেতে জনার্দ্দন । যাঁহার নামেতে ক্ষেত্র বিখ্যাত ভুবন ॥ জগত নৃসিংহ ক্ষেত্র লোকে এই কয় । নৃসিংহ নিবাস হেতু জানিহ নিশ্চয় ॥ ভুবনেশ্বরী আর সরস্বতী মূর্ত্তি । একই মন্দিরে তাঁরা সদা পান স্ফূর্ত্তি ॥ সেই স্থানে মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি চমৎকার । যাহাদৃষ্টে কষ্ট নষ্ট হয় অনিবার ॥ অপর উত্তর দ্বারে দেশ নিবাসিনী । নামেতে উত্তরায়ণী মহেশ মোহিনী ॥ আর আর অনেক প্রতিমা দেব আর । মনুষ্য স্থাপিত কিন্তু অপূর্ব্ব আকার ॥ তৎপরে শ্রীমন্দির সুচারু গঠন । যাহা নিরখিলে হয় সফল নয়ন ॥ চিত্র বিচিত্র কত চতুর্দ্দিগে তার । হেন বুঝি শিল্পিতার হইয়াছে সার ॥ যাহা দেখে যাত্রিগণ কাঙ্গালি অতুর । আনন্দ সলিলে ভাসে দুঃখ করে দূর ॥ তাহার অগ্রেতে নাট মন্দিরের শোভা । সুরাসুর মনুজগণের মনোলোভা ॥ তদগ্রে বিরাজে জগমোহন মোহন । মণির নিকটে যেন কাঞ্চন শোভন ॥ তাহার সমীপে

ভোগ মন্দির মন্দির ॥ যেই স্থানে ভোগ হয় কমলা পতির ॥ রন্ধনের শালা পরে আছয়ে বিশাল । সুদৃশ্য দেখিতে কিন্তু খড়ে ঢাঁকা চাল ॥ যে ভোগ মন্দিরাবধি সিংহদরজা । বাইশ্‌টা সিড়িতে গাঁথা যেতে অতিসোজা ॥ এ সকল প্রথম প্রাচীর সুবেষ্টিত । দ্বিতীয় বেষ্টনে যাহা শুনহ নিশ্চিত ॥ কৌলিচ্ছত্র স্নান মঞ্চ অপূর্ব্ব আরাম । ভুবনে বিদিত সবে অন্তর্দ্ধান নাম ॥ মঞ্চ মণ্ডপ নামে আর এক স্থান । যেখানে বিভুর হয় ভোগের বিধান ॥ দ্বিতীয় বেষ্টন মধ্যে পাকশালা হয় । উভয় বাহিরে দোলমঞ্চ মণিময় ॥ যাহাতে দোলেন দোল গোবিন্দ বিগ্রহ । ভকত জনের প্রতি করি অনুগ্রহ ॥ লক্ষ্মী আর সরস্বতী দক্ষ বাম ভাগে । অষ্টধাতুময় মূর্ত্তি শোভে অনুরাগে ॥ জগন্নাথের দোল তাহে নাহি হয় । তাহার কারণ পরে কহিব নিশ্চয় ॥ এক্ষণে দক্ষিণ পার্শ্ব কহিব বিস্তার । পুরীমধ্যবর্ত্তি স্থান নির্ব্বাণ আধার ॥ তাহার পশ্চিম সীমা করিয়া আবাস । হরচণ্ডী চণ্ডরূপা তাহার প্রকাশ ॥ ঐ অবধি পূর্ব্বদিগে শতধনু স্থান । ফলত সে চারিশত হস্ত পরিমাণ ॥ তাহার পর্য্যন্ত ভাবে দক্ষিণ কালিকা । বিরাজেন করি কাল ভয় বিনাশিকা ॥ উত্তরে অক্ষয় বট দক্ষিণে জলধি । দক্ষিণ পার্শ্বের এই হইল অবধি ॥ এই চতুঃসীমা পরিচ্ছিন্ন যেই পুরী । পুণ্যতীর্থ পুণ্যধাম সর্ব্বের উপরি ॥ দেহ ত্যাগে অপবর্গ নিঃসন্দেহ হয় । স্নান দান জপ হোম করিলে অক্ষয় ॥ তন্মধ্যে অন্তর্বেদি অতীব প্রশস্ত । তৎপরিসর শুন একশত হস্ত ॥ তাহার পশ্চিম সীমা ধরি করি বাস । মৎস্য মাধব হরি পুরী

বিঘ্ন নাশ ॥ পূর্ব্ব সীমা করি শ্বেত মাধব বসতি । কিবা শোভা মনোলোভা অপূর্ব্ব মূরতি ॥ তন্মধ্যে আছে মুক্তি শিলা এক শিলা । ক্ষেত্রপুরী সুবর্ণের বুঝি কষ্টি শিলা ॥ অন্তর্বেদি মধ্যে আছে অতি মনোহর । শ্বেতগঙ্গা ভুবন বিখ্যাত সরোবর ॥ প্রসাদ সেবনে যদি অপরাধ হয় । করিলে তজ্জলে স্নান পাপ হয় ক্ষয় ॥ শ্বেতরাজ কীর্ত্তিহেতু শ্বেতগঙ্গা নাম । সেবক জনের সিদ্ধ হয় মনস্কাম ॥

অথ পঞ্চতীর্থ বিধান ।

গদ্য ॥ পঞ্চতীর্থ বিধান কর্ত্তা প্রথমত আদ্য মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান তর্পণ সমাপন করিয়া ঐ হ্রদের তীরবর্ত্তি মার্কণ্ডেয়েশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন পূর্ব্বক ঐ তীর্থ পরিক্রম করিবেন পরে তথা হইতে মৌনাবলম্বনে আগমন করিয়া শ্রীমন্দির চারিবার প্রদক্ষিণ করিবেন বট মূলে জগন্নাথের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন তদনন্তর জগন্নাথ ও বলদেব মূর্ত্তি দর্শন ও পূজন অপর জগন্নাথ নিকটে সমুদ্র স্নানের প্রার্থনা করিবেন । পরে শ্রীমন্দির হইতে মৌনী হইয়া সমুদ্র তীরে গমন করত পথিমধ্যে উগ্রসেন নামক একমূর্ত্তি যিনি প্রভুর পারিষদ এবং ক্ষেত্র প্রাপ্ত জনের যদি পাপ জন্মে তাঁহার দণ্ড বিধান করেন তাঁহার স্থানে সমুদ্র স্নানের প্রার্থনা করিবেন । অনন্তর তন্নিকটে হনুমানের এক মূর্ত্তি আছেন তাঁহার মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বারে গমন করিবেন যে স্থানে ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে আসিয়া প্রথমত রথ হইতে অবরোহণ করেন তথায় যে স্বর্গ সোপান ছিল তাহা এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে তাহার

চিহ্ন নির্ম্মিত একটা প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিবেন। পরন্তু সমুদ্র মধ্যে কৃত্যা রাক্ষসী আছেন যিনি পিপ্পলাদ হইতে উৎপন্না হন এক্ষণে তাঁহার দর্শন হয় না কিন্তু তদুদ্দেশে মন্ত্র পূত করিয়া একখানি প্রস্তর সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা না করিলে ঐ রাক্ষসী সমুদ্র স্নান জন্য পুণ্য হরণ করেন। পরে সমুদ্র তীরে সুদর্শনের পূজা অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিবেন অনন্তর সমুদ্র স্নান সঙ্কল্প করিয়া স্নান করত পূজা তর্পণ নারায়ণ পূজা ইত্যাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে পুনর্ব্বার স্নান পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান ঐ সরোবরে গমন সময়ে পথিমধ্যে নারদ স্থাপিত এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন তাঁহার নিকট ঐ সরোবর স্নানের প্রার্থনা করিবেন অনন্তর স্নান তর্পণ পূজা শেষে নীলকণ্ঠ দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার জগন্নাথ দর্শন করিবেন। এই সকল কর্ম্মের নাম পঞ্চতীর্থ কিন্তু পঞ্চতীর্থের প্রধান পাঁচ কর্ম্ম এই যে আদ্যমার্কণ্ডের হ্রদে স্নান জগন্নাথ এবং বলদেব দর্শন সমুদ্র স্নান আর ইন্দ্র দ্যুম্ন সরোবরে স্নান।

অথ চক্র তীর্থ।

ত্রিপদী॥ এই পুরী মধ্যপাতি, চক্রতীর্থনামে খ্যাতি, তীর্থ এক আছয়ে প্রধান। লবণ জলধি তীরে, সদা কল্লোলিত নীরে পাপ চক্র বক্রভাব পান॥ যথায় প্রথমে হরি, দারুময় মূর্ত্তি ধরি, অবতরি হরিবারে পাপ। ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপবর, পুণ্যতর কলেবর যাহা দেখে ত্যজিলেন তাপ॥ সেই মহাবেদি, নৃপতির ছিল সাধ, না হেরিয়া সে নীলমাধব। দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি পেয়ে,

মহা আনন্দিত হয়ে, স্থাপিলেন এ মূর্ত্তি বৈভব ॥ প্রথমে আনিয়া চারু, রাখিলেন যথা দারু, তাহাকে গুণ্ডিচা বাটী কয়। সে বাটীর গুণ গ্রাম, কহিব কি মুক্তিধাম, যাহাতে অশেষ যজ্ঞ হয় ॥ রথে রথযাত্রা করি, অদ্যাপি যাইয়া হরি, তথায় থাকেন সাত দিন । ভোগ অনুরাগ সেবা, শ্রীমন্দিরে হয় যেবা, না হয় তথায় তাহা হীন ॥ পথি মধ্যে কদাচিত, হয় তাহা বিপরীত, দুদিন বা তিনদিন যায়। হইবারে অন্নভোগ, নাহি হয় সে সুযোগ, মিষ্টান্ন মিঠাই মাত্র তায় ॥ অন্যদিনে সিংহাসনে, নানা ভোগ অনুক্ষণে, বহুবিধ ব্যঞ্জন ওদন। যে প্রসাদে লক্ষ লক্ষ, নিবারয়ে ক্ষুধাদুঃখ, আরো করে পুণ্য উপার্জ্জন ॥

চতুষ্পদী। শঙ্খমধ্য বিদ্যমান, কলেজাতি কুণ্ডস্থান, বিরাজেন ভগবান, বটবৃক্ষাকারে। তথায় রোহিণী কুণ্ড, দেখিলে পাপের মুণ্ড, খণ্ড হয় করি শুণ্ড, যেন অসিধারে। শ্রীগরুড় স্তম্ভনাম, আছে এক পুণ্যধাম, দৃষ্টে পূর্ণ মনস্কাম, সেই জগমোহনে। তথায় চিত্রিত মূর্ত্তি, বৃক্ষ আর গজকৃতি, নিরন্তর হয় স্ফূর্ত্তি, পাপনাশ কারণে ॥ হরির চরিত্র কিবা, স্মরিলে সিহরে গ্রীবা, বচনে বর্ণিব কিবা, অনির্ব্বাচ্য বেদে কয়। অখণ্ড পাপের দণ্ড, করিবারে মহাচণ্ড, হইলেন চতুখণ্ড, চতুর্ব্বিধ বেদময় ॥ শ্রীজগন্নাথ সাম, ঋক্‌রূপ বলরাম, সুভদ্রা যজুর নাম, অথর্ব্ব শ্রীসুদর্শন। সুদর্শন মহামতি, চক্র আর স্তম্ভাকৃতি, দুইরূপে অবস্থিতি, ক্ষেত্রে সনাতন ॥ মন্দিরের অগ্রদেশে, চক্ররূপ চারুবেশে, বিরাজয়ে রবি

শেষে, স্তম্ভাকৃতি মন্দিরে। দূরে হতে চক্রবর, দেখি সবে শীঘ্রতর, পূজা করে নরবর, ভোগ দেয় সুস্থিরে॥ শ্রীনাটমন্দির দ্বার, লেপ মূর্ত্তি করি সার, শোভা করে জয় আর, বিজয় যে দ্বারী হন। এ দুয়ের আগে ভাগে, পূজা করি অনুরাগে, পরে পুরী যোগে যাগে, প্রবেশিয়ে যাত্রিগণ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি।

গদ্য॥ মদনমোহন, রামকৃষ্ণ, নৃসিংহ দোলগোবিন্দ, এবং স্বর্ণ মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বর্ণনির্ম্মিত রামকৃষ্ণ এই পঞ্চ বিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তি! অপর সুবর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মী ও রৌপ্যনির্ম্মিত ভূদেবী এই দুই প্রতিমা সুভদ্রার প্রতিমূর্ত্তি ইহাঁর দিগকে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বর প্রার্থনা করেন তাহাতে এই বর প্রদান হয়।

অথ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতি বরদান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসন্নোঽহং ভক্ত্যা নিষ্কামকর্ম্মভিঃ। ত্বদযোহেদৃশী সম্পন্ন কেনাপ্যপবর্জ্জিতা॥ বরং বদামি তে ভূপ মন্নি ভক্তিঃ স্থিরাস্তু তে। উৎসৃজ্য বিত্তকোটীং তু যন্নমাত্র ত্বয়া কৃতং॥ ভঙ্গেঽপ্যেতস্য রাজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতেময়া। কালান্তরেঽপি যোঽপ্যন্যঃ প্রাসাদং কারয়িষ্যতি॥ তবৈব কীর্ত্তিঃ সা নূনং ত্বৎপ্রীত্যা হ্যত্র মে স্থিতিঃ। সত্যং সত্যং পুনঃসত্যং সত্যমেব ব্রবীমি তে॥ প্রাসাদভঙ্গে তৎস্থানং ন ত্যজামি কদাচন। অনেন দারুবপুষা স্থাস্যাম্যত্র পরার্দ্ধকং॥ দ্বিতীয়ং পদ্মযোনেস্তু যাবৎ পরিসমাপ্যতে ইতি।

অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি ভগবান্ কহিতেছেন যে হে ইন্দ্রদ্যুম্ন তোমার ভক্তি এবং নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি তোমা ভিন্ন অন্যব্যক্তির ঈদৃশ সৌভাগ্য হয় না। তোমাকে এই বর প্রদান করি যে আমাতে তোমার সুস্থিরা ভক্তি থাকুক আর তুমি কোটিসংখ্যক অর্থব্যয় করিয়া যে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছ তাহার বিনাশেও আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিব না। এবং কালান্তরে অন্য কোন ব্যক্তি যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেক তাহাও তোমার কীর্ত্তি অতএব ত্রিসত্য করিয়া সত্য কহিতেছি যে এই প্রাসাদ প্রভৃতি ভগ্ন হইলেও আমি এই দারু শরীরে ব্রহ্মার পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকিব ইতি।

অথ দ্বাদশ যাত্রা প্রকরণ।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে স্নানযাত্রা। আষাঢ়ীয় দ্বিতীয়ায় রথ যাত্রা এবং শুক্লৈকাদশীতে শয়নযাত্রা। শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ কর্কট সংক্রান্তি দিনে দক্ষিণায়ন বন্দাপন যাত্রা। ভাদ্র মাসীয় শুক্লৈকাদশীতে পার্শ্বপরিবর্ত্তনযাত্রা। কার্ত্তিকীয় শুক্লৈকাদশীতে উত্থাপনযাত্রা। মার্গশীর্ষ মাসে শুক্ল ষষ্ঠীতে প্রাবর্ত্তন ষষ্ঠীযাত্রা অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত হন। পৌষী পূর্ণিমায় রাধাভিষেক যাত্রা। মকর মাসে মকর চৌরাশীবেষ্টনযাত্রা অর্থাৎ চৌরাশী বার প্রদক্ষিণ করিতে হয় এবং চৌরাশী ভোগ হয়। ফাল্গুন পূর্ণমাসীতে দোলযাত্রা। চৈত্র শুক্ল চতুর্দ্দশীতে দমনাচৌর্য্য যাত্রা অর্থাৎ দমন নামে অসুর ছিল ঐ তিথিতে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন পরে দমন নামে এক পুষ্প হয় তাহাই চুরি করেন। বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা। এই দ্বাদশ অপর এই মাসীয় শুক্লাষ্টমীতে নীলাদ্রি মহোদয় নামক এক উপযাত্রা॥

অথ ইন্দ্রদ্যুম্ন কল্পিত ভোগ।

পাঁচ অবকাশ এই পাঁচ অবকাশে পঞ্চ প্রকার ভোগ হয় তদ্বিশেষ।

প্রাতঃকালে বল্লভভোগ অর্থাৎ মুড়কী দধি আম্র গোপাল বল্লভ কোল্লা এবং দুগ্ধপুরী অর্থাৎ সরভাজা ইত্যাদি দ্বারা ভোগ হয়।

এই বল্লভভোগানন্তর খিচুড়ী ধূপ অর্থাৎ স্বর্ণ থালিতে খিচুড়ী ও আর২ পাত্রে অন্নাদি নানা দ্রব্য দেওয়া যায়।

তৎপরে দুই প্রহর সময়ে ধূপ অর্থাৎ শাল্যন্ন মুদ্গ এই প্রধান আর২ নানা প্রকার দ্রব্য আছে।

সন্ধ্যা ধূপ অর্থাৎ দধি পকাল অন্নেতে জীরা আদা নেবুরস আর দধি মিশ্রিত করিয়া দেয় এবং তৎসঙ্গে আর২ দ্রব্য আছে।

রাত্রিতে বড়শৃঙ্গার ধূপ অর্থাৎ নানাবিধ পুষ্পের মালা দিয়া বেশ করে পরে সর পুরী এবং নানা প্রকার পিষ্টক ভোগ দেওয়া যায় কেবল অন্ন নহে এই ভোগ রত্নবেদির নিকটে নিবেদিত হয় এই পঞ্চবিধ ভোগকে রাজ ভোগ কহে এবং কোট ভোগও বলা যায় ঐ কোট ভোগের দ্রব্যাদি শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশ গোস্বামি সন্তানের জিম্মায় থাকে। এই পঞ্চ প্রকার ভোগ ব্যতীত শেষ রাজার কল্পিত অনেক প্রকার ভোগ হইয়া থাকে তাহার নাম ছত্র ভোগ তাহার বিশেষ লিখন বাহুল্য ইত্যাদি তাবৎ ভোগ ভোগমন্দিরে নিবেদিত হইয়া ঐ বাটীর মধ্যে বাইশ টেপঠায় আনন্দ বাজারে বিক্রয় হয়। যাত্রিলোকে

যদ্যপি কেহ ভোগ দিতে চাহেন তবে পণ্ডার স্থানে টাকা দিলে তাহারা দ্রব্যাদিক্রয় করিয়া সূপকার অর্থাৎ রসুইয়াকে দেয় পরে পাকশালায় রন্ধন হইলে ভোগমন্দিরে নিবেদন করিয়া সেই যাত্রিকে দেওয়াযায়। অপর ছাপ্পান্ন ভোগ নামক এক ভোগ আছে তাহা অন্ন ভোগ নহে কেবল ৫৬ প্রকার মিষ্টান্ন দেওয়াযায় এই ভোগ কেবল যাত্রি লোকেই দিয়া থাকেন।

অথ স্নানযাত্রা প্রকরণ।

স্নানযাত্রার বিশেষ এই যে শ্রীমন্দির হইতে চারি মূর্ত্তি বাহির হইয়া সুদর্শন আর সুভদ্রা মনুষ্যের স্কন্ধদ্বারা মণ্ডপোপরি গমন করেন জগন্নাথ আর বলরাম মৃত্তিকায় হাঁটিয়া যান তাহাকেই পাণ্ডববিজয় বলে তদ্বিশেষ তাঁহারদিগের কটিতে ডুরি বন্ধন করিয়া টানিয়া লইয়া যায় তাহাতে বোধ হয় ঝম্ফ প্রদান করিতে২ যাইতেছেন। স্নান মঞ্চে খণ্ড২ করিয়া চন্দ্রাতপ দেওয়া যায়। উত্তর দ্বারে সর্ব্ব তীর্থময় স্বর্ণ কূপ নামক এক তীর্থ আছে স্নানের পূর্ব্ব দিন সেই কূপের জল উত্তোলন করে স্বর্ণ নির্ম্মিত ১০৮ কলসী জল পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দশী মধ্যে তাহার অধিবাস হয় স্বর্ণ কলসের বিনিময়ে একণে স্বর্ণ বালুকার কলসী হইয়া থাকে। পরদিন ঐ জলকে ষোড়শোপচারে পূজা করে পরে সেই জল দ্বারা সুদীরথ প্রথমে স্নান করায়েন। সুদীরথ অর্থাৎ পণ্ডাবিশেষ এক বংশ আছে তাহারদিগের একটি বালক উপনয়ন হইলে আট বৎসরাবধি ১২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম করে থাকে প্রথম সেই বালক স্নান করাইলে পশ্চাৎ তাবৎ পণ্ডারা মস্তকে জল দেন তদনন্তর ঐ চারি

মূর্ত্তিকে গণেশবেশ করাণ যায় পরে স্নান প্রকার ভোগ হয় পশ্চাৎ ঐ বেশে মন্দিরে গমন করেন সেই কালে ভোগ মন্দিরের নিকট দক্ষিণ বন্দাপনা হয় অর্থাৎ রঘুনাথ বিগ্রহের অগ্রে আরত্রিক করা যায় সেই আরত্রিক কার্য্যের ন্যায় দক্ষিণ বন্দাপনা এই কালে দর্শনে মহাফল ইহা শাস্ত্রোক্ত। অনন্তর গরুড় বন্দাপনা অর্থাৎ গরুড় স্তম্ভের সম্মুখ ওরূপ প্রকার আরত্রিক হয় তৎপশ্চাৎ ও মূর্ত্তি শ্রীমন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন পরে আর কাহারো দর্শন হয় না এক পক্ষ দর্শন নিষেধ দৈতা নামক পণ্ডারা অঙ্গরাগ করে পতি নামক ব্রাহ্মণে সেই এক পক্ষ পূজা করে মন্দিরের বাহিরে পট ঝুলান থাকে তাবৎ লোক তাহাই দর্শন করেন কিন্তু ভোগ রাগ যেমত হইয়া থাকে তাহা প্রতিদিন সমান হয়।

অথ নবযৌবন দর্শন।

নবযৌবন অর্থাৎ স্নানযাত্রার পরদিন অবধি এক পক্ষ অদর্শন থাকেন যেহেতু স্নান সময়ে জল দ্বারা শ্রীঅঙ্গের বর্ণধৌত হয় তৎপরে গণেশ বেশ করাইয়া মন্দির মধ্যে লইয়া যায় তদবধি দ্বার রুদ্ধ থাকে দৈতা নামক সেবক পুনর্ব্বার অঙ্গরাগ করে কিন্তু কিপ্রকারে প্রস্তুত হয় তাহা কেহই দেখিতে পায় না ঐ দিবস প্রাতে দ্বার খুলিয়া দিলে যাবদীয় যাত্রী নবযৌবন দর্শন করে তৎকালে পূর্ব্ববৎ শরীর দৃষ্ট হয় বেশ ভূষণ কিছুই থাকে না বেলা প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত যাত্রি গণের নবযৌবন দর্শনের গোলযোগ নিবারণ হইলে পূজারি পণ্ডারা আসিয়া পূর্ব্বাস্য শ্রীমূর্ত্তির দিগের সম্মুখে উত্তরাস্য বসিয়া তিন

খানি রূপার দর্পণ সম্মুখে স্থাপিত করত তাহাতেই মহাস্নান করায় এবং ষোড়শোপচারে পূজা হয় তৎপরে নেত্রোৎসব অর্থাৎ চক্ষুর্দান করা যায় সেই কালে প্রথা আছে অঙ্গরাগকারী দৈতা নামক সেবকেরা প্রতিমা ছাড়িয়া দেয় না। কিঞ্চিৎ পারিতোষিক পাইয়া থাকে তাহা রাজা শ্রীমন্দির হইতে দেন পরে শ্রীমূর্ত্তিকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিতে হয় এই সময়ে একটা মহাকোলাহল বাদ্যোদ্যম হই য়াথাকে তাহার কারণ এই যে শ্রীঅঙ্গে এক পক্ষ চন্দন লেপন হয় নাই এক্ষনে তাহা হইল এই আনন্দোৎসব করত জগন্নাথের তাবৎ সেবক আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তিন জন চোপ দার যাহাদের পরিছা কহে তাহারা সোনার আশা হাতে করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায় পরে আড়ানি ছত্র ময়ূর ছোল চামর ইত্যাদি প্রস্তুত হইলে একবার আরত্রিক করিতে হয় তৎপরে রাজা আসিয়া প্রথমত বস্ত্র দ্বারা পূজা করেন শেষে পুষ্পাঞ্জলি ও অক্ষত দ্বারা অর্ঘ্যদান করিলে রাজাকে এক উষ্ণীষ বা উত্তরীয় বস্ত্র ও নির্ম্মাল্য মালা শিরপা হয় তৎপরে রাজা মন্দির হইতে বাহির হইলে যথাবিধি ভোগ দেওয়াযায় তৎপর দিবস দুই তিন বার বেশভূষা এবং পূর্ব্বরীতিমত ভোগাদি হয় তৎ পরদিন প্রাতে মন্দিরে পূজা ও ভোগাদি এক বার হইলে রাজার কর্ত্তব্য প্রার্থনাদি পরে রথারোহণ করাণ যায়।

অথ রথযাত্রা।

বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে রাজা স্বয়ং সঙ্কল্প করিয়া রথের কাষ্ঠ কাটিবার নিমিত্ত বনযাগ নামক এক যজ্ঞ

করেন বাড়ুই মিস্ত্রী কাষ্ঠ ছেদন করে সেই সময়ে কতকগুলিন নিয়ম আছে বিশেষত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ বাদ্যোদ্যম নৃত্য গীত ইত্যাদি আনন্দোৎসব হয় ঐ দিন তিন রথ নির্মাণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগন্নাথের রথের ১৬ চক্র ২২ হস্ত উচ্চ শাস্ত্রে কহে কিন্তু এক্ষণে তদপেক্ষা উচ্চ করিয়া থাকে চন্দন কাষ্ঠের গরুড়ধ্বজ করা যায়। বলদেবের রথের ১৪ চক্র ঐ উচ্চ অন্যগন্ধ কাষ্ঠের লাঙ্গল ধ্বজ হয়। সুভদ্রার রথে ১২ চক্র ঐ উচ্চ পদ্ম কাষ্ঠ নামক কাষ্ঠের অনন্ত দেবদারু কাষ্ঠের পদ্মধ্বজ হয়। আষাঢ় শুক্লৈকাদশী দিনে রথ প্রতিষ্ঠা হয় তৎকালে বানর ও কাকাদি কোন জন্তু রথারোহণ করিতে না পারে এজন্য রক্ষক নিযুক্ত থাকে পরে আষাঢ়ীয় শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া দিবসে রাজা অরুণোদয় সময়ে জগন্নাথকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণাদি সহিত গুণ্ডিচাযাত্রা নিমিত্ত রথারোহণ প্রার্থনা করেন যেমন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা করিয়াছিলেন এবং ভগবানের আজ্ঞা আছে সপ্তাহ পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাযাত্রা করিব সেই আজ্ঞামত কর্ম্ম হয় অর্থাৎ এক দিনে যাইবেন এক দিনে আসিবেন সেখানে সাতদিন থাকিবেন এই শাস্ত্র কিন্তু ইদানীং তিন দিনে কখন দুই দিনে কখন বা চারি দিনে সেখানে যান কখন দুই দিন কখন চারি দিন থাকা হয় কিন্তু সপ্তাহের পরে সেই স্থান হইতে উঠেন তাহাতে যে কএক দিনে হয় শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা প্রার্থনা করেন দশ দিগের লোক পবিত্র করণার্থ রথারোহণ করুন ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করেন পৌরাণিক সকল স্তব পাঠ করে সূত মাগধ

বন্দিরা গান করে ইত্যাদি মহোৎসব হয় নৃত্য নানা বাদ্যাদি দ্বারা উৎসব করিয়া রথারোহণ করান অগ্রে সুদর্শন পরে সুভদ্রা তৎপরে বলভদ্র তৎপশ্চাৎ জগন্নাথ রথ পরিক্রম করিয়া রথে উঠেন তৎকালে সকল বর্ণ একবর্ণ হয় অতএব স্পর্শদোষ হয় না। প্রতিমূর্ত্তি মদনমোহনকে তদগ্রে নন্দদেবের রথে রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি সুভদ্রার রথে সুদর্শন রাখা যায় পরে রাজা রথে চন্দনের ছিটা দিয়া রথে যাইবার নিমিত্ত যত্নবান্ হন। রথ দর্শনে ফল কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় রথ ছায়ায় ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশ রথের চক্র রেণু যাহার অঙ্গে স্পর্শ হয় তাহার গঙ্গাস্নানের ফল হয় রথে দর্শন করিয়া যে প্রণাম করে তাহার কোটি বাজিমেধ সম ফল হয় রথের সঙ্গে যে যায় তাহার পদে২ অশ্বমেধের ফল হয় রথের সাঙ্গোপাঙ্গ দর্শনে বিষ্ণুতুল্য হয় ইহা ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন তৎকালে যে যে কর্ম্ম করে সকল অক্ষয় হয় ফলত ফলশ্রুতির সীমা নাই। রথের উপর মধ্যাহ্ন সময়ে দর্পণদ্বারা মহাস্নান হয় রথে নানা ফলের ভোগ হয় অন্নাদি রহিত চিড়ার ভোগ দেয় কিন্তু তাহা শাস্ত্রে লেখে না। চারি প্রদক্ষিণ দশ প্রণাম ব্রহ্মার উক্তি স্তুতি। স্তুতি পরে গুণ্ডিচা মণ্ডপে স্থাপন সেখানে দর্শনে ফলাধিক্য নীলাদ্রির উপরে অর্থাৎ মন্দিরে দশবৎসর দর্শন করিলে যে ফল গুণ্ডিচা মণ্ডপে একবার দর্শনে সেই ফল এবং দিবাপেক্ষা রাত্রিদর্শনে দশগুণ যথা উৎকলখণ্ডে। নীলাদ্রৌ দশবর্ষাণি গুণ্ডিচামণ্ডপে দিনে।

দিবা যদ্দর্শনে পুণ্যং রাত্রৌ দশগুণম্ভবেৎ॥

ছত্রিশ নিয়োগ।

অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির সেবকদিগের বিশেষ।

পূজারি।

ইহাঁরা ব্রাহ্মণ জাতি পণ্ডা কেবল পূজার্চ্চনা করেন।

শিঙ্গারি।

ইহাঁরা ব্রাহ্মণ, বেশ বিন্যাস ও আরাত্রিক কর্ম্ম করেন।

হজুরি।

পুষ্পমালা দ্বারা বেশ এবং উঠান বসান সাবধান করণ কর্ম্ম করেন ইহাঁরাও ব্রাহ্মণ।

ভাণ্ডারি।

তোষাখানা জিম্মা থাকে বাসন কোসন অলঙ্কারাদি তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

মুদীরথ।

ব্রাহ্মণ জাতি, রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ যাত্রা মহোৎসব ইহাঁরদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

দৈতা।

শবর জাতীয়, ইহারা অঙ্গরাগ করে।

পতি।

অঙ্গরাগকালে এই ব্রাহ্মণেরা পূজা করেন।

বড়পণ্ডা।

সকল বিষয় তত্ত্বাবধারণ করেন ব্রাহ্মণ জাতি।

ভিতরুচ্ছু।

শ্রীমন্দিরের দ্বার খোলা এবং হিতাহিত তত্ত্বাবধারণ করে।

তরুছু।

প্রতিদিন দ্বারে শীলমোহর করেন ঐ মোহর তাঁহারদিগের জিম্মা থাকে ইহাঁরাও ব্রাহ্মণ।

গরাবড়ু।

কেবল পূজার জল ও আচমনের জল দেন ব্রাহ্মণ জাতি।

পাত্রিবড়ু।

পুষ্পপাত্র সজ্জা করে ও ঐ সকল বাসন জিম্মা থাকে।

দোয়ারবড়ু

ব্রাহ্মণ জাতি চৌকাবাসন ইত্যাদি জিম্মা থাকে চৌকা দেন।

অখণ্ডমেকাপ

ইহাঁরা দীপ জ্বালিয়া দেন তৈল জিম্মা থাকে অর্থাৎ আলোক কর্ম্ম নির্ব্বাহ কারী।

চাঙ্গড়া মেকাপ।

ব্রাহ্মণ কাপড় কোঁচায় কাচে জিম্মা থাকে।

ভাণ্ডারা মেকাপ।

অলঙ্কারাদি যদি কেহ দেয় তাহার নিকাশ রাখে এবং জিম্মা থাকে।

মেকাপ।

অলঙ্কারাদি যাহার জিম্মা থাকে তাহার স্থান হইতে লইয়া বেশ সেবিকে দেয় তাহার স্থান হইতে লইয়া জিম্মাদারকে বুঝাইয়া দেয়।

খাট শয্যা মেকাপ।

খাট বিছানা তৈয়ার করে তোশক জিম্মা থাকে ব্রাহ্মণ জাতি।

পড়িহারি।

সকল বিষয় চৌকী দেয় ভাল মন্দ দেখে দ্বারে থাকে।

খুট্যা।

ভোগ সেবার সময়ে সকল চাকরকে ডাকিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করে এবং সকলকে সংবাদ দেয়।

স্নান পড়িহারি।

মুখধৌত করায় বানা বিবর আদি জিম্মা থাকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করায়।

মহাজন।

মদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে অন্য মন্দিরে লইয়া যায়।

সোয়ার।

ব্রাহ্মণ জাতি সূপকার অর্থাৎ রন্ধন করে।

মহাসোয়ার।

পিষ্টক প্রস্তুত করে ভোগ বহিয়া লইয়া যায়।

পশ্তিবড়ু ।

ভোগমন্দিরে ভোগ বিলি করিয়া রাখেন ব্রাহ্মণ জাতি ।

রোসপাইকো ।

ভোগ রক্ষক, কাকাদি দূর করেন ব্রাহ্মণ ।

বিজবোয়া ।

ডাল তরকারী প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়া রসুইয়াকে দেন

দ্বার নায়ক ।

ভোগের সময় দ্বার বন্ধ করেন ও খুলিয়া দেন ব্রাহ্মণ ।

তরছ্যা ।

তরাস অর্থাৎ আড়ানিবরদার ব্রাহ্মণ জাতি ।

ছত্তার ।

শ্রীমূর্ত্তির গমন সময়ে ছাতা ধরেন ইহাঁরাও ব্রাহ্মণ ।

খণ্টুয়া ।

কাঁসোর বাজায় শূদ্র জাতি ।

শঙ্খুয়া ।

শাঁখ বাজায় ব্রাহ্মণ ।

কহালিয়া ।

কহালি যন্ত্র অর্থাৎ তুরী বাজায় নীচজাতি ।

দেবদাসী ।

ইহারা নর্ত্তকী প্রতিদিন নৃত্য করে ইহারদিগকে সাধারণ লোকে দেব নটী কহে ।

খড়িকাশুচিয়া।

উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে বাটী পরিষ্কার রাখে

শেষ্কা।

সকলকে ডাকিয়া দেয় শূদ্র জাতি।

প্রধানি।

ব্রাহ্মণ জাতি, সকল কর্ম্মে স্মরণ করেন।

পাইক।

চৌকীদার চৌকী দেয় দ্রব্যাদি চোরে লোকে নষ্টগ্রস্ত হয়।

রবাড়িয়া।

প্রতিদিন দুইবার রসুইঘর পরিষ্কার করে।

ধূপপথাড়িয়া।

ঐ ঘর জলদ্বারা ধৌত করে।

শূদ্র সোয়ারিয়া।

যাত্রাকালে দ্রব্যাদির আয়োজন করে যেখানে যাহা রাখিতে হয় তাহা রাখে।

হড়পনায়ক।

পাণের বিড়া দেয় পাণ ও মসলা জিম্মা থাকে।

ঘটুয়ারি।

চুয়া চন্দন প্রস্তুত করিয়া দেয়।

মহাভুঁই।

দুগ্ধ দধি সর ক্ষীর ছেনা নবনীত দেয়।

দর্পণী ।

শূদ্র জাতি, দর্পণ ধৌতকরে ও জিম্মা থাকে ।

ছত্রিশ নিয়োগ নায়ক ।

সকল চাকরের উপর সরদার অপরাধ পাইলে ছাড়াইতে পারে ও নূতন নিযুক্ত করিতে পারে ।

মাস দেউটিয়া ।

যাত্রাদিতে রজনীযোগে মসাল ধরে ।

তুলাবত্তি ।

ব্রাহ্মণ জাতি, ভোগের কালে বাত্তি ধরে ।

৩ পরিছা ।

বড় পরিছা ছড়ি ধরে এবং ভোগের দ্রব্যাদি ক্রয় করে মহা প্রসাদ বিলি করে ।

মধ্যম পরিছা তাহার জিম্মা হাতি ঘোড়া এবং রথ প্রতিবৎসর যাহা নূতন প্রস্তুত হয় তাহা তাহার ভার ।

ছোট পরিছা সেবক লোকের বেতন দেয় এবং হাজির গর হাজির লেখে ।

দেউল করণ ।

ইহার জিম্মা তাবৎ কাগজপত্র আয় ব্যয় হিসাব ।

এই ৫১ সংখ্যক সেবক ইহার নাম ছত্রিশনিয়োগ ফলতছত্রিশ প্রকার চাকর এমত বোধ হয় কিন্তু তাহা নহে ইহা কড়ি শব্দ ।

মাদলা পঞ্জিকা অর্থাৎ কলিযুগ প্রবর্ত্তন অবধি শ্রীশ্রীধামে প্রতিদিবসীয় বৃত্তান্ত যাহাতে লিখিত হয় তাহার নাম মাদলাপাঁজি

কহে তাহা হইতে উদ্ধৃত।

পয়ার। কলিযুগারম্ভাবধি যত নৃপবর। পুরী অধিকার করি ছিলে যত বৎসর॥ শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা করেন বিধান। তাঁহার বৃত্তান্ত লিখি করো অবধান॥ দলদপ্তে এ বিষয় হয়েছে উদ্ধৃত। জলধি মথনে যেন উত্থিত অমৃত॥ পুরী মধ্যে জগন্নাথের সংসারে। মাদলা পাঁজিকা আছে কে জানিতে পারে॥ অনেক প্রযত্নে তাহা পাইয়া সন্ধান। করি অর্থ সামর্থ্য কে তুচ্ছতর জ্ঞান॥ অপূর্ব্ব পদার্থ বোধে হয়েছে সংগ্রহ। শ্রবণ করহ চিত্ত করি অনুগ্রহ॥ কলিযুগ পরিমাণ পুরাণেতে কয়। চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর॥ তাহার প্রথম বারো বৎসর পর্য্যন্ত। যুধিষ্ঠির রাজার রাজত্ব হয় অন্ত॥ তদনন্তরে পরীক্ষিতের শাসন। সাত শত সাতান্ন বৎসরে সমাপন॥ তাঁহার তনয় জনমেজয় ভূপতি। সাত শত বারো বর্ষ পালিলেন ক্ষিতি॥ পরে তৎসুত শঙ্কর দেব রাজা। শাসিলেন চারি শত বৎসর প্রজা॥ তাঁর সুত গৌতমদেবের অধিকার। ত্রিদশ সত্তর বর্ষ রাজ্যভোগ তাঁর॥ অনন্তর তাঁহার তনয় সুধীবর। মহেন্দ্রদেবের রাজ্য দুশত পনর॥ তৎপুত্র ইষ্টদেব গুণেতে অপার। একশ চৌত্রিশ বর্ষ রাজ্য হয় তাঁর॥ সেবকদেবের পরে অধিকার হয়। দেড়শত বৎসর জানিহ নিশ্চয়॥ এ রাজার কীর্ত্তি কিছু

কহিব সংক্ষেপ। তাহাতেই গত হবে মনের আক্ষেপ ॥ পুরুষোত্তমপুরী করি অধিকার। দরশনে আইলেন লয়ে ধন ভার ॥ দেখিয়া সেবকজনে প্রভুর প্রতিমা। মনেং মানিলেন পুণ্যের গরিমা ॥ অঙ্গরাগে শ্রীমন্দির করিয়া শোভিত। নানা অলঙ্কারে মূর্ত্তি করেন ভূষিত ॥ তৎপরে বজ্রনাভ দেবের রাজত্ব। এক শত সত্তর বৎসর অভিমত ॥ বলে বজ্রনাভ দেব বলা নাহি যায়। কাহার যোগ্যতা রণে সমক্ষে দাঁড়ায় ॥ ইহার প্রমাণ কিছু শুন বিচক্ষণ। তাহাতে হইবে তাঁর প্রতাপ বর্ণন ॥ মাড়ুয়ার দেশ হতে মোগল পাঠান। পুরী অধিকারে আসে অতি বলবান ॥ দেখিয়া রাজার তেজ অশেষ বিশেষ। পলাইয়া গেল সবে নিজ নিজ দেশ ॥ পরে সেয়াএত খাঁ দুরন্ত জবন। দিল্লী হতে আসিয়া করেন মহারণ ॥ পরস্পর সমরে দেখিয়া পুণ্যবল। ক্ষান্ত নিবৃত্ত হয় ভাবিয়া বিকল ॥ পরে অকণ্টক রাজ্য করি কিছুকাল। শাসন করেন ক্ষিতি শেষে হয় কাল ॥ তাঁহার তনয় পরে করি অধিকার। নৃসিংহদেবের খ্যাতি হইল বিস্তার ॥ ইহাঁর সহিত যুদ্ধ অনেকের হয়। পরিশেষে ফিরে যায় হয়ে পরাজয় ॥ নৃসিংহদেবের কীর্ত্তি কহিব অপার। করিলেন শর শঙ্কা নামে সরোবর ॥ দাঁতন নামক স্থানে বিরাজিত আছে। যাত্রিগণ মধ্যে তাহা কে না দেখিয়াছে ॥ শুনেছি দিল্লীর তক্ত এই নৃপবর। অধিকার করিলেন করিয়া সমর ॥ এইরূপে এক শত পঞ্চদশ বর্ষ। ভোগে অবসান হয় ইহাই নিষ্কর্ষ ॥ তৎপরে কহিশুন তাঁহার তনয়। মনকৃষ্ণ দেব নাম খ্যাত দেশময় ॥ রাজ্য ভোগ করিলেন করিয়া তমস্ত। একশত দ্বাবিংশতি

বৎসর পর্য্যন্ত ॥ এরাজার অধিকারে কাশ্মীর হইতে। অনেক মোগল আসে সমর করিতে ॥ যুদ্ধে ক্রুদ্ধ বদন দেখিয়া নৃপতির। পলাইল শেষ সবে হইয়া অস্থির ॥ তৎপরে অধিকার করি ভোজরাজ। একশ সাতাশ বর্ষ করেন বিরাজ ॥ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য নাম যাঁর। পৃথিবী মণ্ডলে কীর্ত্তি আছয়ে বিস্তার ॥ রাজতক্ত অধিকার করিলে তৎপর। শকাদিত্য রাজা হন জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ একশ পঁয়ত্রিশ বর্ষ রাজ্য ভোগ যাঁর। তদবধি ভূমণ্ডলে শকের প্রচার ॥ ইহাতে হইল কলিবর্ষ অবসান। ত্রিসহস্র চতুঃশত চৌয়াত্তর মান ॥ তৎপরে কহি শুন অপূর্ব্ব বচন। অবধান করি সাধু করহ শ্রবণ ॥ শকাদিত্য পরে রাজা তাঁহার তনয়। কর্ম্মাজিতদেব গুণগণাশ্রয় ॥ ওড্রদেশে রাজা হয়ে বিবিধ প্রকার। শ্রীমূর্ত্তি সেবার বিধি করেন প্রচার ॥ ইহাঁর রাজত্ব পঞ্চ ষষ্ঠি বৎসর। শকাব্দ হইল তাহা গণনা ভিতর ॥ পরে তাঁর তনয়ের হয় অধিকার। হাটকেশ্বর দেব নামধেয় যাঁর ॥ একান্ন বৎসর রাজ্য তাঁহার রহিল। শতৈক ষোড়শ শক তাহাতে হইল ॥ এরাজার লোকান্তরে ইহাঁরি তনয়। বীর বীরভুবন দেবের তক্ত হয় ॥ তেতাল্লিশ বৎসর সম্ভোগে অবিরত। একশত ঊন ষষ্টি শক তাহে গত ॥ রাজা নিজ তনয় নির্ম্মল দেবে রাজ্য। অর্পণ করিয়া মৃত্যু লভিলেন ন্যায্য ॥ পঞ্চচত্বারিংশমব্দ রাজত্ব তাঁহারি। ইহাতে হইল শক দুইশত চারি ॥ এরাজ্যে মোগলে করে অনেক উৎপাত। নৃপের প্রতাপে সবে হইল নিপাত ॥ পরে রাজা ভীমদেব তাঁহার তনয়। পঁয়ত্রিশ বৎ

পরে তাঁর রাজ্য ভোগ হয় ॥ দ্বিশতেক চত্বারিংশ শক পরি মাণ। সুখভোগে নৃপতি করেন অবসান ॥ তদাত্মজ শোভন দেবের অধিকার। বৎসর চতুষ্টয় করেন বিচার ॥ এ সময়ে রক্তবাহু নামেতে জবন। আইল দুর্দান্ত করি জাহাজারোহণ ॥ সেসংবাদ শুনিয়া সঘনে নৃপবর। শ্রীমূর্ত্তি লইয়া পলাইলেন সত্বর ॥ পলাইয়া ভূপতি আইল সোণপুর। পুরী হতে দশ দিবসের পথ দূর ॥ তথায় সুচারু এক করিয়া মন্দির। বিহিত করেন সেবা হইয়া সুস্থির ॥ এখানে জবন অতি হইয়া প্রখর। অহিত আচার করে প্রজার উপর ॥ কাহারো ভবনে অগ্নি প্রদান করয়। কাহাকে বন্ধন করি ধনলুঠে লয় ॥ ইত্যাদি বিবিধ রূপে করে অত্যাচার। অপচয় করিলেক অনেক প্রকার ॥ শুনি নৃপশোভন দেবের হয় ত্রাস। পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে করিলেন বাস ॥ মৃত্তিকা খনন করি তাহার ভিতর। লুকাইয়া দারুমূর্ত্তি রাখে নৃপবর ॥ তদুপরি বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া। লোকান্তর হন পুত্রে রাজ্যভার দিয়া ॥ তাহাতে হইল শক শুন বিজ্ঞবর। দুই শত পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর ॥ রক্তবাহু দখল করিয়া পুরীধাম। কিছুকাল শাসন করয়ে অবিরাম ॥ একদিন দুরাত্মা জবন দুরাচার। সমুদ্রের প্রতি ক্রোধ করিল অপার ॥ অকারণে কাঁপে ওষ্ঠ নয়ন চঞ্চল। দেখিয়া বান্ধব তার হইল বিকল ॥ হুকুম করয়ে নিজ ভৃত্যবর্গ পরে। সত্বরে সমুদ্রনীর শুকাবার তরে ॥ হুকুম পাইয়া সেনা চলিল সত্বর। লয়ে বাণ গোলাগুলি কামান বিস্তর ॥ সিন্ধুর উপরে পরে করিয়া আক্ষেপ। কামানে পুরিয়া গোলা করয়ে

নিক্ষেপ ॥ দেখিয়া সমুদ্ররাজ সামন্ত প্রচুর। শুকাইয়া যায় জল এক ক্রোশ দূর ॥ তাহা দেখে আমোদিত হয়ে রক্তবাহু। ধাবমান হয় তাহে যেন চন্দ্রে রাহু ॥ এমত সময়ে সিন্ধু সলিল উথলে। সসৈন্যে জবনরাজ ডুবিল সে জলে ॥ সে জল উঠিয়া পুরী অভিষিক্ত করে। শ্রীমন্দির আদি থাকে জলের ভিতরে ॥ চক্রতীর্থ মহাতীর্থ তীরের নিকটে। ছিল বাঁকী মহানা তটিনী সিন্ধুতটে ॥ এ সময়ে উথলিয়া প্রবল হইল। চিলুকিয়া মহা নদী বিখ্যাতি পাইল ॥ এইরূপ ইতিহাস অতি উৎকৃষ্ট। শুনিলে কাহার মন না হয় আকৃষ্ট ॥ অদ্যাপি ভূতলে যদি থাকিতেন ব্যাস। এসব পুরাণে তাঁর হৈত সুপ্রকাশ ॥ পরে শুন বিজ্ঞজন অপূর্ব্ব কাহিনী। পুরুষোত্তম কথা সহায়ে বাখানি ॥ শোভন দেবের পুত্র করেন শাসন। চন্দ্রদেব নাম যাঁর বিখ্যাত ভুবন ॥ রাজত্ব হইলে তাঁর পাঁচবৎসর। পুনর্ব্বার মোগল আইল ঘোরতর ॥ দুরাত্মা জবন জাতি করি প্রতারণা। রাজাকে বিনাশ করে করিয়া মন্ত্রণা ॥ দুইশত পঞ্চাশৎ শক তাহে হয়। তাহার পরের কথা কহিব নিশ্চয় ॥ পুরী অধিকার করে জবন দুরন্ত। একশত ছচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ॥ তিনশত ছয়বতি শক তাহে গত। লিখিত হইল পুরী পাঞ্জিকা সম্মত ॥ ইতঃপর কেশরিবংশের হয় রাজ্য। যে বংশে যশের কোন নাহিক অন্যায্য ॥ প্রথমত যযাতি কেশরী নৃপবর। রাজত্ব করেন সুখে হয়ে দণ্ডধর ॥ তাঁহার অশেষ যশ প্রকাশ ভুবনে। লিখি তার কিছু যাহা শুনেছি শ্রবণে ॥ রাজা যাজপুরে বাস করিলেন গিয়া। সুচারু চৌদিগে প্রার

দুর্গ প্রকাশিয়া ॥ যদবধি রাজত্ব হইল অধিকার। তদবধি করিলেন অঙ্কের প্রচার ॥ যেমত শকের সক্তি শকাদিতো হয়। তেমতি অঙ্কের খ্যাতি নিজ রাজ্যময় ॥ এ অঙ্কের এক দশ গত হৈলে পর। ক্ষেত্র নিরীক্ষণে ইচ্ছা করে নরবর ॥ পুরুষোত্তমে আসি লয়্যে বন্ধুগণ। শ্রীমূর্ত্তি না নিরখিয়া অন্য মনা হন ॥ তথায় করেন তত্ত্ব বিবিধ প্রকার। শোভনদেবের কথা করিলেন সার ॥ সমাগত্তে শোণপুরে আসিয়া সত্বর। জগন্নাথের চেষ্টা করেন বিস্তর ॥ কোন রূপে শ্রীমূর্ত্তি না পাইয়া ভূপতি। পরিশেষে শুনিলেন এই জনশ্রুতি ॥ পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে নামে দেববট। চারু বট বৃক্ষ এক আছয়ে প্রকট ॥ ইহা শুনি নৃপতি করয়ে অনুমান। ইহার তলায় বুঝি বিভু বিদ্যমান ॥ নতুবা ইহার কেন দেব বট নাম। কেনবা ইহাকে লোকে করিবে প্রণাম ॥ এই সব বিতর্ক করিয়া মনে ভূপ। বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য যান গিরি কূপ ॥ তথায় যাইয়া বৃক্ষ করিয়া ছেদন। সত্বরে করেন রাজা মৃত্তিকা খনন ॥ ক্রমে চারু দারু মূর্ত্তি হইল প্রকাশ। দেখিয়া সানন্দ সবে পরিহরি ত্রাস ॥ কোলাহল কুতূহল হইতে লাগিল। হলাহল পরে যেন অমৃত উঠিল ॥ দেখি তুষ্ট হয়্যে রাজা নিজ কণ্ঠহার। গলায় তুলিয়া দেন কাষ্ঠ কাঠুয়ার ॥ জয়২ রবে সবে করয়ে প্রণাম। মনে২ অনুমানি সিদ্ধ মনস্কাম ॥ স্বগণ সহিত রাজা দেখেন শ্রীঅঙ্গ। কিছু২ অবয়ব হইয়াছে ভঙ্গ ॥ পরে পুরী আনিলেন করি বহু যত্ন। যেমত আদর হয় পেল্যে হারারত্ন ॥ আছিল বিভুর যত সেবকের কুল। সভাকরি জিজ্ঞাসেন সক

লের মূল ॥ সকলের অভিমত বুঝিয়া রাজন। পুনর্ব্বার করিলেন শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন॥ যথা শাস্ত্র লোকাচার আলম্বন করি। নিম্বতরু কাটিয়া করেন মূর্ত্তি চারি॥ তার মধ্যে সেই ব্রহ্ম দারু খণ্ড দিয়া। প্রস্তুত করেন রাজা কৃতার্থ মানিয়া॥ পরে করি প্রতিষ্ঠা মন্দিরে বসাইয়া। প্রতিষ্ঠা পুণ্যের ধ্বজ জগৎ ব্যাপিয়া॥ ভগ্ন যাহা ছিল শ্রীমন্দির অবয়ব। সকলি হইল পুন যেন অভিনব॥ যেমত সেবার রীতি পূর্ব্বকালে ছিল। অনুরূপ রীতি কর্ম্ম সকলি হইল॥ ভোগ পাক জন্য ভোগ মন্দির সুন্দর। করিয়া নূতন কীর্ত্তি স্থাপে নরবর॥ পুরী চারি দিগে স্থান নানেতে শাসন। বসতি করান তাহে বিস্তর ব্রাহ্মণ॥ ভুবনেশ্বরে শিব লিঙ্গের মন্দির। করণে উদ্যোগ করি হইয়া সুস্থির॥ এমত সময়ে তাঁর শমন ভবন। গমন হইল যাহা না হয় খণ্ডন॥ কিছুকাল সকলি না রহে চিরকাল। কালের গণনে কাল আছে সর্ব্বকাল॥ ৫২ বৎসর রাজ্য করিয়া সম্ভোগ। অবশেষে ঘটিল রাজার মৃত্যু যোগ॥ তাহাতে শকের সংখ্যা শুন বিচক্ষণ। চারি শত আটচল্লিশ হইল গণন॥ তাঁহার তনয় সূর্য্য কেশরী আখ্যান। রাজত্ব করেন শৌর্য্যে পিতার সমান॥ পিতার যশের প্রতি করি নিরীক্ষণ। দেউল করিতে রাজা করেন মনন॥ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে করি আশ। কতক হইয়া তাঁর হইল বিনাশ॥ ৫৭ বৎসর তাঁর রাজ্য ভোগ হয়। তাহে পাঁচ শত পাঁচ শকের নিশ্চয়॥ অনন্তর অনন্ত কেশরী দেব নাম। রাজত্ব করেন তিনি যথা মনস্কাম॥ দেউল করণে তাঁর আছিল বাসনা। বিধির বিপাকে তাহা

সমাপ্ত হল না ॥ অনেক প্রস্তুত করি হয় পরলোক। সম্পূর্ণ না হয় তাহে পূর্ণ রহে শোক ॥ ৪০ বৎসরাবধি রাজত্ব রহিল। ৫৪৫ শকাব্দ হইল ॥ তৎপরে তাঁহার তনয় হন রাজা। অলাবু কেশরী দেব অতি মহাতেজা ॥ ৫৪ বৎসর তাঁর রাজ্য ভোগ হয়। ৫৯৯ শকাব্দ নিশ্চয় ॥ মন্দির প্রস্তুত করি ভুবনেশ্বর। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন নরবর ॥ কনক কেশরী দেব নামেতে তনয়। তাঁহাকে রাজত্ব দিয়া পর লোক হয় ॥ এ রাজার রাজত্বে হইল চমৎকার। সুবর্ণ বর্ষণ হয় আর অলঙ্কার ॥ ষোড়শ বৎসর তাঁর রাজ্য সুখ হয়। ছয় শত পঞ্চদশ শকাব্দ নির্ণয় ॥ পরে বীরকেশরি দেবের অধিকার। যবনে কম্পিত অরি প্রতাপে যাঁহার ॥ ছয় শত তেইশ শকেতে হয় ক্ষয়। ইহাতে রাজত্ব আট বর্ষ ভোগ হয় ॥ পরে পদ্মকেশরি দেবের হয় তক্ত। হরি আরাধনে যিনি সতত আসক্ত ॥ রাজ্যভোগে পাঁচ বর্ষ করিয়া যাপন। ছয়শ আটাইশ শকে হইল মরণ ॥ বন্ধ কেশরি দেব তাঁহার কুমার। বৎসর নবেক রাজ্য সুখ ভোগ যার ॥ ছয় শত সাঁইত্রিশ শক গত হয়। পরে রাজা হইলেন তাঁহার তনয় ॥ যিনি বট কেশরি দেবাখ্যায় বিদিত। একাদশ বর্ষ তাঁর রাজত্বে বিহিত ॥ তাহাতে শকের সংখ্যা হয় ছয় শত। আর আটচল্লিশ তাহাতে অভিমত ॥ পরে গজকেশরি দেবের রাজ্য বলে। বলে যার নাহি তুল্য ধরণি মণ্ডলে ॥ দ্বাদশ বৎসর তাঁর রাজ্য ভোগ হয়। ছয় শত ষাইট শকের পরিচয় ॥ বসন্ত কেশরি দেব তাঁহার নন্দন। দুই বর্ষ সিংহাসনে করেন শাসন ॥

ছয় শত বাষট্টি শকেতে নৃপবর। রাজ্যভার দেন নিজ পুত্রের উপর॥ গন্ধর্ব্বকেশরিদেব হৈয়া ক্ষিতিপতি। রাজত্ব করেন চৌদ্দ বৎসর সুমতি॥ ছয় শত ছেয়াত্তর শকাব্দে রাজন। অনিত্য সংসার দেহ পরিত্যক্ত হন॥ পরে জনমেজয় কেশরি দেব নাম। সিংহাসনে বসিয়া প্রকাশ করে ধাম॥ রাজত্ব করেন নয় বৎসর পর্য্যন্ত। ছয় শত পঁচাশি শকেতে জীবনান্ত॥ তাঁহার কুমার পরে হয়েন রাজন। ভরতকেশরিদেব বিখ্যাত ভুবন॥ পনের বৎসর তাঁর হয় রাজ্যভোগ। সাত শত শকেতে হইল মৃত্যুযোগ॥ পরে কলিকেশরিদেবের হয় রাজ্য। চতুর্দ্দশ বৎসর করেন সুবিচার্য্য॥ ক্রমে সাত শত চৌদ্দ শক অবসানে। স্বর্গগত হন রাজা অপূর্ব্ব বিমানে॥ রাজ্য অধিকারী পরে তাঁহার তনয়। কমলকেশরিদেব খ্যাত জগন্ময়॥ ঊনিশ বৎসর পরে হইল বিরাগ। সবে বাঞ্ছা দিয়া দেহ করিলেন ত্যাগ॥ সাত শ তেত্রিশ সংখ্য শকাব্দের পর। কুন্দলকেশরিদেব হন ক্ষিতিবর॥ মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিব লিঙ্গের দেউল। প্রস্তুত করেন রাজা নাহি যার তুল॥ আঠার বৎসর ক্রমে করি রাজ্য সুখ। সাতশ একান্ন শকে রাজত্বে বিমুখ॥ তাঁহার তনয় চন্দ্রকেশরিদেবাখ্য। রাজত্ব করেন তাহে নাহি পক্ষাপক্ষ॥ ইহাঁর রাজত্ব ভোগ সত্তর বৎসর। সাতশ আটষট্টি শক শুন বিজ্ঞবর॥ এ রাজার পরলোকে ইহাঁর কুমার। বীরচন্দ্রকেশরিদেবের অধিকার॥ ঊনিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ করি। সাতশ সাতাশি শকে করেন শ্রীহরি॥ রাজত্ব করেন তাঁর তনয় প্রধান। অমৃতকেশরিদেব যাঁহার আখ্যান॥ দশবর্ষ রাজ্য

করি প্রকাশে মহিমা। সাত শত সাতান্নে শক তার সীমা॥ বিজয়কেশরিদেব পরে হন ভূপ। তাহা দেখি শত্রুগণ প্রবেশিল কূপ॥ এরূপে পনর বর্ষ হইল যাপন। অষ্টশত বারো শক তাহাতে গণন॥ তৎপুত্র তাহার পর হন রাজ্যভোগী। চণ্ডপালকেশরি দেবাখ্য অতিযোগী॥ চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজ্য করি সমাপন। আটশ ছাব্বিশ শকে স্বর্গ আরোহণ॥ পরে মধুসূদন কেশরিদেব রাজা। রাজার কুমার রাজ্যে পালিলেন প্রজা॥ ষোড়শ বৎসর তাকে হইল নিশ্চিত। অষ্টশত বেয়াল্লিশ শকাব্দ সহিত॥ ধরম কেশরিদেব তাঁহার তনয়। দশ বর্ষ রাজত্ব করেন সুখময়॥ অষ্টশত ৫২ হইলে শক পরে। সুতে রাজ্য দিয়া রাজা দেহত্যাগ করে॥ যিনি জনকেশর কেশরি দেব নামে। সুবিদিত হইলেন নিজ রাজ্য ধামে॥ তাহাতে যাপন হয় এগার বৎসর। অষ্টশত ত্রিষষ্টি শকাব্দ সহচর॥ নৃপ নৃপকেশরি দেবের অধিকার। পরে হয় যিনি উক্ত রাজার কুমার॥ দ্বাদশ বৎসর রাজ্য করিয়া ভূপতি। আটশত পঁচাত্তর শকাব্দে বিরতি॥ মকর কেশরিদেব তনয় তাঁহার। রাজা হৈয়ে চৌদ্দ বর্ষ করেন বিচার॥ আটশ তিরাশি শকে অনিত্য ভাবিয়া। তনুত্যাগ করে নৃপ সুতে রাজ্য দিয়া॥ ত্রিপুর কেশরিদেব দশ বর্ষ ভূপ। হইয়া রাজত্ব করে পিতৃ অনুরূপ॥ আটশত ত্রিনবতি শকাব্দে ভূপতি। দেহত্যাগে সুরলোকে করেন বসতি॥ আঠার বৎসর রাজ্য তনয় তাঁহার। মাধব কেশরিদেব করে অধিকার॥ নয়শ এগার শক তাহে গত হয়। গোবিন্দ কেশরি

দেব পরে রাজ্য লয়॥ নয়শ একুশ শক আর তাহে দশ। রাজত্ব করেন রাজা হইয়া সবশ॥ নৃত্য কেশরিদেব লৈয়া রাজ্য ভার। করেন বৎসর চৌদ্দ অপূর্ব্ব বিচার॥ নয়শ পঁয়ত্রিশ শকে রাজা রাজ্যেশ্বর। পুত্রকে করিয়া মৃত্যু লভে নরবর॥ নৃসিংহ কেশরি দেব নৃসিংহের দাস। এগার বৎসর রাজ্য করেন প্রকাশ॥ নয়শত ছচল্লিশ শকে তাঁর সুত। দশবৎসর রাজ্য করে সর্ব্ব গুণযুত॥ যিনি কূর্ম্ম কেশরি দেবাখ্যায় প্রসিদ্ধ। ছিল তাঁর অনুগত কত শত সিদ্ধ॥ নয়শ ছাপ্পান্ন শকে আপন অপত্য। রাজা করিলেন দিয়া নিজ আধিপত্য॥ তাহে মৎস্য কেশরিদেবের হয় খ্যাতি। ষোলবৎসর রাজ্য করে যেমত যযাতি॥ ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট। গঙ্গা নামে নদী এক আছয়ে বিকট॥ রাজা করি নিজ কীর্ত্তি তাহার উপর। সংক্রম করেন ব্যয় করিয়া বিস্তর॥ তাদৃশ আঠার নালা ঘাটে এক পুল। বন্ধন করিয়া যশ করেন বিপুল॥ তৎপরে পরলোক লভে নরবর। তাহে হয় শক নয়শত বাহাত্তর॥ বরাহ কেশরিদেব তাঁহার নন্দন। রাজত্ব করেন রাজ্যে পনর হায়ন॥ নয় শত সাতাশি শকাব্দ তাহে হয়। অনন্তর রাজা হন তাঁহার তনয়॥ বামন কেশরি দেব নামে সুপ্রকাশ। ত্রয়োদশ বর্ষ তাঁর হয় রাজ্য বাস॥ নিজ সুত পরশুকেশরি দেবে রাজ্য। সহস্র শকেতে দিয়া করে দেহ ত্যাজ্য॥ এ রাজা বৎসর দ্বয় করি রাজ্য ভোগ। এক হাজার দুইশকে হইল বিয়োগ॥ তাহে চন্দ্রকেশরি দেবের অধিকার। দ্বাদশ বৎসর হয় অখণ্ড

বিচার ॥ এক হাজার চতুর্দ্দশ শক অবসানে। অমর লোকেতে যান অপূর্ব্ব বিমানে ॥ পুরঞ্জনকেশরি দেব রাজা তৎপর। রাজত্ব করেন সুখে সাত বৎসর ॥ হাজার একুশ শকে তনয় তাঁহার। পিতার নিকট হৈতে লন রাজ্য তার ॥ শালিনী কেশরিদেব যাঁহার আখ্যান। পঞ্চম বৎসর তাঁর রাজত্বের মান ॥ হাজার ছাব্বিশ শকে তাঁহার বিনাশ। হৈলে তাঁর রাণী কীর্ত্তি করেন প্রকাশ ॥ ভুবনেশ্বর নাট মন্দির বিধান। অদ্যাপি তথায় তাহা আছে বিদ্যমান ॥ পুরঞ্জন কেশরি দেবের রাজ্য পরে। সমাপ্ত হইল তাহা তৃতীয় বৎসরে ॥ শক তাহে সহস্র উনত্রিশ গত হয়। পরে বিন্দুকেশরি দেবের রাজ্য কয় ॥ দ্বাদশ বৎসর তাঁর রাজত্ব সম্পদ। হাজারেক চল্লিশ শকে ঘটিল বিপদ ॥ পরে ইন্দ্রকেশরি দেবের সিংহাসন। চারি বর্ষ হয় তাহে রাজ্যের শাসন ॥ কেদার নাথের ভক্ত হইয়া নৃপতি। সন্ন্যাসী হএন ত্যজে রাজত্ব প্রভৃতি ॥ শকাব্দ হাজার পঁয়তাল্লিশ হইল। প্রজা সব নৃপ সুতে নৃপতি করিল ॥ সুবর্ণকেশরি দেব বিখ্যাত ভুবন। নব বর্ষ করি রাজ্য প্রবেশেন বন ॥ কৃত্তিবাস দেবের করিয়া আরাধন। সিদ্ধেশ্বর কল্প তাহে হইল স্থাপন ॥ হাজার চোয়ান্ন শক হইল গণিত। কেশরি বংশের লোপ তাহাতে নিশ্চিত ॥ কেশরি বংশের কীর্ত্তি অতি চমৎকার। বিশেষিয়া কহিব কি নাহি যার পার ॥ চতুশ্চত্বারিংশৎ পুরুষ অনুক্রমে। যে বংশে রাজত্ব ভোগ হৈল ক্রমে ক্রমে ॥ বৈবস্বত মনুর বংশের পরিচয়। ভারতে শুনেছি আর শুনি এ বিষয় ॥

লঘু ত্রিপদী ॥ অতঃপর শুন, চারু বিবরণ, বলি বিবরিয়া কথা। শ্রীক্ষেত্র কাহিনী, কলুষ নাশিনী, না হইবে অন্যথা ॥ কেশরির বংশ, হইলে বিধ্বংস, অরাজক প্রায় হয়। দেখি প্রজাগণ, ভয়ে ভীত মন, প্রভুর শরণ লয় ॥ করি হরি দয়া, দেন পদ ছায়া, ভকত জনার আশে। নৃপের নৃপতি, অতি শুদ্ধমতি, দক্ষিণ হইতে আসে ॥ সুরূপা ললনা, সুস্থির যৌবনা, গঙ্গানাম্নী দেবী নাম। তাহাকে হেরিয়া, চিত্তে উপজিল, গোকর্ণেশ্বরের কাম ॥ কামিনীর সঙ্গ, রতিরস রঙ্গ, দেবী লভে সুতনয়। চোড়গঙ্গ নামে, খ্যাত মর্ত্ত্যধামে, অপ নৃপাসন লয় ॥ এ রাজার যশ, কহিতে অবশ, তবু কিছু কহি শুন। শাস্ত্রে অতিধীর, সমরে সুবীর, আছিল অনেক গুণ ॥ দেবদেবী গণ, করি আকর্ষণ, আনয়নে ক্রম ভূপ। কি কব বিশেষ, নাহি গুণ শেষ, ছিল না যদনুরূপ ॥ নৃপের প্রসঙ্গ, নামেতে চূড়ঙ্গ, সাই পাড়ায় বসতি। খাত মনোহর, এক সরোবর, পাড়ানামে যার খ্যাতি ॥ নৃপ নিজ দেশে, করি পরিশেষে, এই দুই শুভ যশ। সুতে রাজ্যভার, অর্পিয়া অপার, হইলেন কালবশ ॥ বিংশতি হায়ন, হইল যাপন, তাহার অন্যথা নয়। শকাব্দ হাজার, চৌয়াত্তর আর, তাহাতে গণিত হয় ॥

পয়ার ॥ চোড়গঙ্গ রাজার তনয় হন রাজা। যাঁহার বিচারে নাহি অন্যায় সাজা ॥ গঙ্গেশ্বর দেব তাঁহার আখ্যান। চৌদ্দ বৎসর রাজ্য করেন সমান ॥ গঙ্গাদেবী নামে নদী অবধি করিয়া। রাজত্ব আছিল গোদাবরীকে লইয়া ॥ কিন্তু

তাঁর পিতার কাহিনী কিছু বলি। নিষ্কলঙ্ক কুলে অঙ্ক ঘটা
ইল কলি॥ রাজা নিজ দুহিতায় উপগত হয়। যাহার
অধিক পাপ শাস্ত্রে নাহি কয়॥ কৌশল্যা তাহার নাম অতি
রূপবতী। কেমনে মজিল মন জনকের প্রতি॥ প্রায়শ্চিত্ত
করিবার তরে নরবর। করয়ে কৌশল্যা গঙ্গা নামে সরো-
বর॥ পিপ্‌লির নিকটে আছয়ে বিদ্যমান। অদ্যাপি দেখিয়া
সবে করে অনুমান॥ কিছু দিন পরে নৃপতির ব্যবহার।
জানিল সকল লোকে হইল প্রচার॥ রাণীরা শুনিয়া সেই
নৃপতির পাপ। পতিকে বিনাশ করে নাহি ভাবে তাপ॥
হাজার অষ্টাশী শকে এ রূপ ব্যাপার। হইলে লভিল রাজ্য
তনয় তাহার॥ একজটা কামদেব নামে ভয়ঙ্কর। রাজত্ব
হইল তাঁর পঞ্চম বৎসর॥ তাঁহার কীর্ত্তির কথা এবে কিছু
বলি। বিদিত হইবে সবে তাহাতে সকলি॥ কেশরি বংশের
যাহা আছিল রচিত। প্রভুর মন্দির আর অপর বিহিত॥
ভাঙ্গিয়া সে সব নৃপ করিতে নূতন। আরম্ভ করিয়া যান
শমন ভবন॥ শকাব্দ হাজার আর ত্রিনবতি হয়। অনন্তর
রাজা হন তাঁহার তনয়॥ বিখ্যাত মদন মহাদেব নাম যাঁর।
শিষ্ট শান্ত প্রকৃতি ধার্ম্মিক চমৎকার॥ তাঁহার কীর্ত্তির কথা
এবে কিছু বলি। রাজত্ব হইলে যাঁর নাহি থাকে কলি॥
আখ্যায় আলালনাথ নারায়ণ মূর্ত্তি। পুরী হৈতে চারিক্রোশ
দূরে যার স্ফূর্ত্তি॥ বহুধন ব্যয় করি তাঁহার মন্দির। নির্ম্মাণ
করেন নৃপ হইয়া সুস্থির॥ শ্রীমন্দির করণে উদ্যোগ করি
পরে। গমন করিতে হয় শমন নগরে॥ চারি বর্ষ রাজত্ব

হইল এবে কৈ। হাজার তাহাতে শক আর সাতাইে॥ রাজত্ব করেন পরে তাঁর সহোদর। শ্রীঅনঙ্গ ভীমদেব প্রকৃতি সুন্দর॥ ভূপতির কিবা কীর্ত্তি কহা নাহি যায়। বিচক্ষণ শুন সবে মন দিয়া তায়॥ যাজপুরে রাজার আছিল পূর্ব্ববাস। চৌদুয়ার নামে কেল্লা যথা সুপ্রকাশ॥ এক দিন রাজা নিজ রাজ্য পর্য্যটনে। বাহির হএন লৈয়া নিজ বন্ধুগণে॥ মহা নদী তরঙ্গিণী হৈয়া পর পার। দেখিলেন সবে মেলি অতি চমৎকার॥ শীকরাকে ধরিয়াছে ক্রোধ বক করি। যাহা দেখিলে কভু নাহি সত্য বোধ করি॥ এ আশ্চর্য্য দেখিয়া তখন নরবর। অতুল বুদ্ধিতে করে তর্ক বহুতর॥ পরিশেষে করিলেন এই অনুমান। এ স্থানের জীব বুঝি হয় বলবান॥ স্থানের মাহাত্ম্য এবে করিয়া নিশ্চয়। এখানে রাজার বাস আবশ্যক হয়॥ সেকারণ তথায় হইল এক কেল্লা। অরির দুর্গম্য দরশনে বড় জেল্লা॥ এই স্থান কটকধামের মধ্যখ্যাতি। হইল বামন বাসি তদবধি খ্যাতি॥ বহুকাল তথায় করিয়া নৃপ বাস। নব২ সেবিবা পুরান অভিলাষ॥ এক দিন মহা প্রভু হেরিয়া স্বপনে। চলিলেন ক্ষেত্রধামে সহ বন্ধুগণে॥ প্রভুর প্রসাদ অগ্রে করিয়া সেবন। পুরীতে প্রবেশ পরে করেন রাজন॥ প্রভুকে দেখিয়া পুলকিত কলেবর। আপ নাকে শ্লাঘ্য করি মানে বহুতর॥ পাত্র মিত্র পুত্র আর কলত্র স্বজনে। কিছু দিন যাপন হইল হর্ষ মনে॥ তৎপরে কহি এক দিনের কাহিনী। শ্রবণে আনন্দ বৃন্দ বিধান কারিণী॥ নিজের রচিত অঙ্ক সংখ্যার দ্বাদশে। শুক্লদিন ফাল্গুনের দশম

দিবসে।। দেবার্চ্চন মণ্ডপে বসিয়া নৃপবর। আহ্বান করেন সবে করিয়া আদর।। পাত্র মিত্র সভাকার জানিয়া আশয়। করিলেন গজবংশে উপাধি নির্ণয়।।

এক পদ উপাধি যথা।

বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটক বর্গেশ্বর বীরাধিবীরবর প্রতাপ শ্রী

নির্ণয় করিয়া এই এক পদ নাম। নিজবংশ বিখ্যাত করেন গুণ ধাম।। পাত্র শিষ্ট তনয় বর্গকে ডাকি শেষে। শাসন করেন নৃপ নানা উপদেশে।। শুনহ পুত্রগণ করি অবধান। কহি উপদেশ কথা করহ প্রমাণ।। পূর্ব্বে আছিল কেশরি রাজ বংশ। কালক্রমে হইয়া গিয়াছে তার ধ্বংস।। সে রাজ বংশের ছিল যত অধিকার। তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার।। অর্কক্ষেত্রাবধি ভীম নগর পর্য্যন্ত। উত্তর সীমার এই হইল তদন্ত।। ঋষিকুল্যা নামে নদী দক্ষিণের সীমা। কেশরি বংশের এই সম্পত্তি গরিমা।। বৎসরেক এই রাজ্যে যত কর। আদায় হইত তার শুনহ আকর।। পাঁচ মাষা পরিমিত সুবর্ণের গুলি। মাড়বলি কহে সবে এইদেশ বুলি।। এই মাড় পঞ্চদশ লক্ষ পরিমাণ। একরূপ রাজস্ব প্রতি বৎসর সমান।। তাহাতে কেশরি বংশ কীর্ত্তিমন্ত হয়। প্রতাপে কেশরী যেন খ্যাত দেশময়।। আমার রাজস্ব তার দ্বিগুণ অধিক। প্রভুর প্রসাদে হয় না হয় অলীক।। পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাড় সুবর্ণ আদায়। দেখ দেখি অধিক হয়েছে কত তায়।। এই ধন ব্যয়ের বিধানে উপদেশ। যেমত কহিব আমি করিয়া

বিশেষ ॥ জগন্নাথ সেবা আর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। অর্চ্চন করিয়া যেবা থাকিবে বৈভব ॥ তাহে নিজ পরিজন গণের পালন। করিবা দিইবা আর সৈন্যের বেতন ॥ এ রূপ নিয়ম মত করি ধন ব্যয়। রাজত্ব করিবা সুখে ত্যজি বৈরিভয় ॥ ইহাতে অন্যথা যদি কর কোন রূপে। পড়িবে দত্তাপহার ঘোর পাপ কূপে ॥ আর এক উপদেশ কথা বলি শুন। করিবা প্রজার প্রতি দয়া পুনঃ২। নিজ২ সুত আর প্রজাগণ যত। বাছি মনে তুল্যভাব করিবা সতত ॥ এরূপে থাকিলে হবে প্রভুর প্রসাদ। অমঙ্গল না হইবে করি আশীর্ব্বাদ ॥ অপর কহিব কিছু মনের মানস। বিবেচনা কর সবে ত্যজিয়া অলস ॥ সাতচল্লিশ লক্ষ অষ্টাশী হাজার। স্বর্ণ মুদ্রে পরিপূর্ণ আছয়ে ভাণ্ডার ॥ বহু যত্নে করিয়াছি এসব সঞ্চয়। এক্ষণে সাধন কিছু করিব সদ্ব্যয় ॥ পিতার আছিল যত্ন করিতে মন্দির। কিন্তু তাহা নাহি হয় বিপাকে বিধির ॥ আরম্ভ করিয়া তাঁর হয় পরলোক। শ্রীমন্দির পূর্ণ করি ত্যজিব সে শোক ॥ পঁয়তাল্লিশ হস্ত প্রস্থের বিধান। ঊর্দ্ধে হবে একশত হস্ত পরিমাণ ॥ এই রূপে শ্রীমন্দির করিয়া নির্ম্মিত। চারি হরি মূর্ত্তি তাহে করিব স্থাপিত ॥ জগন্নাথ বলদেব আর সুদর্শন। সুভদ্রা তাহার মধ্যে হইবেন স্থাপন ॥ এই চারি মূর্ত্তি করি সুবর্ণে ভূষিত। পূরাইব মনোবাঞ্ছা হইবে বিহিত ॥ আর যত দেব মূর্ত্তি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। পৃথক্ মন্দির করি করিব বিধান ॥ এক্ষণে উচিত কর্ম্ম কহ নিশ্চয়। মম অভিলাষ যেন অপূর্ণ না হয় ॥ এ কথা শুনিয়া পাত্র বান্ধব সকলে। উত্তর করেন

নৃপ চরণ কমলে॥ মহারাজ মনে যাহা করিবেন স্থির। অবশ্য হইবে যেন লিখন বিধির॥ অস্মদে জিজ্ঞাসা তাহা স্নেহমাত্র সার। উচিত বিলম্ব তাহে করা নহে আর॥ ইথে এই পরামর্শ করণ উচিত। শুনিয়া কর্ত্তব্য যাহা করুন বিহিত॥ উর্দ্ধে যদি একশত হস্ত পরিমাণ। শ্রীমন্দির করণে করেন অবধান। হইবে তাহাতে বহু সময়ের ব্যয়। অতএব ছোট কিছু হলে ভাল হয়॥ এ কথা শুনিয়া নৃপ ভাবিয়া তখন। করেন নব্বই হস্ত উর্দ্ধে আয়তন॥ ভিতরে প্রাচীর উচ্চ উন ত্রিশ হাত। ষোলো হাত ভিত তাহে হইল সম্পাত॥ এই রূপে শ্রীমন্দির প্রস্তুত হইল। ভূপতির পুণ্য কীর্ত্তি জগতে রহিল॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা অতি পুণ্যবান্। শ্রুত আছি শ্রীমন্দির করেন নির্ম্মাণ॥ অপর অনঙ্গভীমদেব নামে ভূপ। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন অনুরূপ॥ যে মন্দির অদ্যাপি আছয়ে বিদ্যমান। ত্রিরূপে অদ্যাপি বিভু যাহে বর্ত্তমান॥ যাহা দেখি যাত্রিলোক হয় উল্লসিত। সে কীর্ত্তি অনঙ্গভীম দেবের নিশ্চিত॥ এ কীর্ত্তি করিয়া নৃপ হরিষে তথায়। হরির চতুর্দ্ধা মূর্ত্তি তখন বসায়॥ পরে অন্য দেবালয় করেন বিস্তার। গুণ্ডিচা মণ্ডপ আদি বিবিধ প্রকার॥ দেবালয় দেবমূর্ত্তি করিয়া স্থাপন। সকলের বৃত্তবৃদ্ধি করেন তখন॥ প্রভুর দ্বাদশ যাত্রা রীতি নীতি আর। উৎকল খণ্ড মতে করি ব্যবহার॥ নিজ রাজ্য উপস্বত্ব বিভাগ করিয়া। প্রভুর সেবায় ধন দেন বিশেষিয়া॥ অন্য২ কীর্ত্তি কথা কি কহিব তাঁর। কত শত পুষ্করিণী করেন বিস্তার॥ মরুদেশে জলাশয় করি শত২।

বিপ্রগণে বৃত্তি দেন অভিলাষ মত ॥ তাহাতে হয়েছে বহু ব্রাহ্মণমণ্ডলী। বিদ্যমান অদ্যাপি সে আছয়ে সকলি ॥ ইত্যাদি বিবিধ যশ অশেষ বিশেষ। বর্ণন করিয়া তার কে করিবে শেষ ॥ এই রূপে সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত। রাজ্য ভোগে করিলেন সুখের সহিত। এ একাদশ শত তার শকাব্দ চল্লিশ। কালরূপে এলো যেন নৃপে করি গ্রাস ॥ ইহার পর তাঁহার তনয়ে রাজা করি। রাজ রাজেশ্বর দেব নাম যে রাখিলে ॥ পঁচানিশ বর্ষ তাঁর রাজ্য পরিপাটী। একাদশ শত শক আর উনষাটি ॥ পরে সেই রাজা হয় তাহার তনয়। লাঙ্গুড়িয়া নৃসিংহ দেবের পরে কয় ॥ [illegible] যাঁর কীর্ত্তি আছয়ে বিস্তার। সূর্য্যের দেউল তথা করেন প্রচার ॥ দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ সবাকারি হয়। মনুষ্য রচিত তাহা কে বোধ করয় ॥ বালুকার বন্ধ বাঁকী মহনা মহলা। খোচেন করেন নৃপ করিয়া যোজনা ॥ তনয়ের প্রতি দিয়া রাজত্ব সমাজ। পরে পরলোকে রাজা করেন বিরাজ। পঁয়তাল্লিশ বর্ষ রাজত্ব তাঁহারি। তাহাতে হইল শক বারোশত চারি ॥ কেশরি নৃসিংহ দেব হইয়া নৃপতি। ঔরস পুত্রের ন্যায় পালে বসুমতী ॥ বঙ্কগণ্ডী নামে নদী অতি খরতর। ভরাট করিয়া তাহা করে বন্ধতর ॥ তাহার উভয় পার্শ্বে করিয়া দেউল। যশের প্রকাশ নৃপ করেন বিপুল ॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রথযাত্রা সময়ে প্রভুর। ছয় খানি রথ তাহে হইত প্রচুর ॥ গুণ্ডিচা মণ্ডপে যাত্রা তাহাতে হইত। পারাবারে ছয় রথ সে কালে থাকিত। ভরাট করেন নদী করি মনোরথ। তদবধি হইয়াছে রথে

তিন রথ।। নৃপতি করিলে এই কীর্ত্তি চমৎকার। লঙ্কাপোষি নরেন্দ্র উপাধি হয় তাঁর।। অনন্তর নরেন্দ্র নরেন্দ্র সরোবর। খনন করেন নৃপ অতি মনোহর।। এ রূপ পঁচিশ বর্ষ করিয়া যাপন। বারোশ তেইশ শকে হইল মরণ।। তাঁহার তনয় পরে হন ক্ষিতিপতি। প্রতাপ নৃসিংহ দেব অতি শুদ্ধ মতি।। যখন জগন্নাথ বহির্গত হন। রেসমের ডুরি দিয়া কোমর বন্ধন।। প্রতাপ নৃসিংহ দেব করেন এ প্রথা। ব্যবহার আছয়ে অদ্যাপি তাহা তথা।। রাজত্ব করেন রাজা বিংশতি বৎসর। দেহ ত্যাগ করিলেন পরে নরবর।। তাহে শক গণিত হইল বারো শত। আছয়ে তাহার পুচ্ছে উনপঞ্চাশৎ।। পরে ক্ষিতিপতি হন তাঁহার নন্দন। নামে গতিকান্ত দেব বিখ্যাত ভুবন।। রাজত্ব করিয়া নৃপ দুই বৎসর। বারোশ একান্ন শকে ত্যজে কলেবর।। কাজলা নৃসিংহ দেব তাঁহার তনয়। এক বর্ষ গতে তাঁর হইল প্রলয়।। বারোশ বায়ান্ন শকে তাঁহার কুমার। গ্রহণ করেন সব পিতৃ রাজ্যভার।। যিনি শঙ্খ ভানুর নৃসিংহ দেব নামে। সাত বর্ষ করি রাজ্য খ্যাত মর্ত্যধামে।। বারোশতে উনষাটি শক তাহে হয়। অনন্তর নরপতি লভে সুরালয়।। তাঁহার তনয় শঙ্খ বাসুদেব নাম। রাজত্ব করেন সুখে অতি পুণ্যধাম।। এক দিন নৃপ আসি প্রভু দরশনে। প্রণমিয়া করপুটে দাঁড়ান সঘনে।। এমত সময় দেখি সেবাইতগণ। প্রভুর নির্ম্মাল্য মালা করে সমর্পণ।। ভক্তি করি নৃপতি লইল সেই মালা। যাহাতে খণ্ডিত হয় সংসারের জ্বালা।। আছয়ে মালায় কেশ দেখিয়া তখন। ক্রোধে কাঁপে

ওষ্ঠাধর লোহিত নয়ন॥ কহে নৃপ পূজকগণের প্রতি ক্রোধে। আপন প্রভুর সেবা অপরাধ বোধে॥ অরেরে দুরাত্মা দুষ্ট দ্বিজাধম অতি। নাহি ভাব পরকাল কেননেই মতি॥ প্রভুর মালায় চুল কিসের কারণ। উচিত করিব দণ্ড হইবে শাসন॥ এ কথা শুনিয়া সব পূজক পূজারি। থরহরি কাঁপে কিছু কহিতে না পারি॥ পরিশেষে কহে কেহ ভাবিয়া বিস্তর। প্রভুর মস্তক কেশ নহেক অপর॥ শুনি প্রত্যুত্তর নৃপ করি বহু খেদ। আদেশ করেন তাহে কারাতে কয়েদ॥ পরেশ্বর নিশিযোগে নৃপকে স্বপনে। দরশন দিয়া প্রভু কহেন বচনে॥ আমার সেবক জনে কেন এত রোষ। অকারণে দণ্ড দিয়া নাহি জানি দোষ॥ আমার মস্তক কেশ আছিল মালায়। সেই মালা দিয়াছিল তোমার গলায়॥ অতএব সে চুল অন্যের কভু নয়। প্রাতেতে দেখিবা তাহা হইবে প্রত্যয়॥ আমার মস্তকে কেশ আছে বহুতর। দেখিতে পাইবা তাহা নহেক অপর॥ এ কথা শুনিয়া নৃপ উঠিল বসিয়া। নিদ্রা ভঙ্গে পুরিত পুলকে শিহরিয়া॥ প্রভাতে আসিয়া নৃপ প্রভু সন্নিধান। প্রভু শিরে দেখে কেশ আছে বিদ্যমান॥ দেখিয়া আনন্দ মনে নৃপতি তখন। ভকতের প্রতি দয়া ভাবে অনুক্ষণ॥ আপনি আসিয়া তবে সেবকগণেরে। কারাগার হতে মুক্ত করিলেন পরে॥ তদবধি বালধূপ নামে এক ভোগ। স্থাপন করেন নৃপ পাইয়া সুযোগ॥ নৃপের অপর কীর্ত্তি শ্রীমন্দিরোপরি। স্থাপিলেন নীলচক্র বহু ভক্তি করি॥ এই সব রূপে রাজ্য চব্বিশ বৎসর। সমাপ্ত করিয়া মৃত্যু লভে নরবর॥ বারোশত ভিরাশি

শকাব্দ তাহে হয়। ইতাপর হন রাজা ইহাঁরি তনয় ॥ বলি বাসুদেব নাম বিখ্যাত যাঁহার। পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তি অতি চমৎকার ॥ তাঁহার আছিল এক পাত্রবর নিজ। শঙ্কর বামন পণ্ডিত মহাপাত্র দ্বিজ ॥ মন্ত্র সিদ্ধি ছিল তাঁর অতি চমৎকার। বিচক্ষণ শুন সবে তাহার বিস্তার ॥ এক দিন মন্ত্রিবরে নৃপ জিজ্ঞাসিল। পাত্রবর অদ্যকার তিথি কি হইল ॥ সূর্য্যের প্রাগল্ভো পাত্র অমাবাস্যা কহে। কলত হইল মিথ্যা অমাবাস্যা নহে ॥ তদ্দিনে পূর্ণিমা তিথি আছিল প্রকাশ। এই হেতু নৃপ করে পাত্রে উপহাস ॥ শুনি উপহাস পাত্রে উপজয়ে ক্রোধ। তাহাতে সে দিনে হয় চন্দ্রোদয় রোধ ॥ এ আশ্চর্য্য দেখিয়া নৃপতি চমকিত। চন্দ্রচোর নাম দেন ভাবিয়া উচিত ॥ ইহাঁর রাজত্ব ভোগ একুশ বৎসর। তেরোশত চারি শক শুন বিজ্ঞবর ॥ পরে তাঁর তনয়ের অধিকার হয়। বীর বাসুদেব নাম খ্যাত দেশময় ॥ ঊনিশ বৎসর নৃপ করি রাজ্য পাট। গঙ্গায় বাঁধেন এক চমৎকৃত ঘাট ॥ তেরোশ তেইশ শকে ত্যজি কলেবর। নির্ব্বাণ লভেন নৃপ হরি ভক্তবর ॥ তাঁহার তনয় কলি বাসুদেব পরে। রাজত্ব করেন ত্রয়োদশ বৎসরে ॥ তেরোশ ছত্রিশ শকে সুতে রাজ্য দিয়া। তনুত্যাগ করে নৃপ হরিকে স্মরিয়া ॥ নেঙ্গুট ভাটা বাসুদেব তাহে রাজা হন। পনর বৎসর রাজ্য করেন পালন ॥ তেরোশ একান্ন শক তাহে পূর্ণ হয়। অনন্তর রাজা হন তাঁহার তনয় ॥ নেত্র বাসুদেব যাঁর আছিল আখ্যান। অন্যমন সদা তাঁর না ছিল সন্ধান ॥ এ অবধি এ বংশের হইল বিলোপ। অবশ্য থাকিবে

কোন দেবদ্বিজ কোপ ॥ এক দিন প্রভুকে দেখিয়া নৃপবর। প্রণাম করেন বহু ভক্তি পুরঃসর ॥ বাঁধিয়া অঞ্জলি পুট করি স্তুতি নতি। আপন মনের দুঃখ জানান ভূপতি ॥ সন্তান নাহিক সবে নির্ব্বংশ কহিবে। আমার বিয়োগে কেবা রাজত্ব লইবে ॥ এ কথা কহিয়া নৃপ গৃহে চলি যান। সে রাত্রে আসিয়া প্রভু স্বপন দেখান ॥ কল্য প্রাতে বিমলার মন্দির নিকটে। এক জন প্রসাদ খাইবে অকপটে ॥ তোমাকে দেখিয়া যদি করয় পলায়ন। তাহাকে আনিয়া তুমি করিবা রাজন ॥ এই প্রত্যাদেশ বাণী শুনিয়া স্বপনে। প্রত্যক্ষ করেন প্রাতে দেখিয়া নয়নে ॥ কিন্তু কভু তাহা নাহি করয়ে প্রচার। মনে২ রাখে নৃপ করিয়া বিচার ॥ ইহাপর শুন সবে এক ইতিহাস। মাদলা পঞ্জিকামতে করিব প্রকাশ ॥ আছিল কপিল নামে এক অতি দীন। ব্রাহ্মণের গোরক্ষায় কাটাইত দিন ॥ এক দিন গরু লৈয়া করিয়া গমন। মধ্যাহ্ন কালেও নাহি করে আগমন ॥ বিলম্ব দেখিয়া বিপ্র তার অন্বেষণে। চলিলেন বহু শঙ্কা করি মনে মনে ॥ মাঠে গিয়া দ্বিজ এক দেখেন অদ্ভুত। বালক শয়নে আছে যেন রাজসুত ॥ অজাগর সর্প এক আসিয়া তাহার। ছত্রধারী আছে ফণা করিয়া বিস্তার ॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য দ্বিজ পরে করে ভয়। দংশন করেছে ভাবি শোকাতুর হয় ॥ কপিল২ বলি ডাকিল তখন। না যায় নিকটে যদি করয়ে দংশন ॥ সাড়াপেয়ে সর্পরাজ ধিরি২ যায়। নিকটে আসিয়া বিপ্র শিশুকে জাগায় ॥ কপিল উঠিয়া দেখে নিকটে ব্রাহ্মণ।

মনের অপরাধ মানয়ে তখন ॥ কপিলের কলেবরে ভাকি সর্পাঘাত। বিশেষ করিয়া বিপ্র করে দৃষ্টিপাত ॥ না দেখি দংশন চিহ্ন করে অনুমান। থাকিবে কারণ কিছু হবে পুণ্য বান ॥ কপিলেরে সঙ্গে করি আসিয়া তখন। তদবধি স্নেহ তাহে করে অনুক্ষণ ॥ কিন্তু পরে কপিল তস্কর সঙ্গে ফেরে। এ কর্ম্ম ঘটিল তার প্রারব্ধের ফেরে ॥ কিছু দিন পরে নেত্র বাসুদেব ভূপ। কপিলকে দেখি জিজ্ঞাসয়ে অনুরূপ ॥ কি জাতি কি নাম আর কাহার তনয়। কি কর্ম্ম করিয়া থাক দেহ পরিচয় ॥ শুনিয়া রাজার কথা কপিল তখন। উত্তর করেন করি অঞ্জলি বন্ধন ॥ রাজুত জাতিতে আমি কপিল আখ্যান। সূর্য্যবংশী নাহি জানি কাহার সন্তান ॥ ব্রাহ্ম ণের গো সেবায় থাকি নিরন্তর ॥ দিন যায় এ রূপে না জানি অন্য পর। এ কথা শুনিয়া নৃপ দেখিয়া আকার। সৈন্য ভার দেন তায় করি যুক্তিসার ॥ হইয়া কপিল সেনা থাকেন তথায়। নৃপতির সৈন্য রূপে কিছু দিন যায় ॥ এক দিন কপিল দেখিল নিদ্রাবেশে। বিশালাক্ষী আসিয়া কহেন প্রত্যা দেশে ॥ এ দেশের রাজ্যপদ হইবে তোমার। না হবে অন্যথা কভু কহিলাম সার ॥ শুনিয়া স্বপনে এই চমকিত বাণী। কপিল না কয় কিছু কাহাকে কাহিনী ॥ কিছু দিন পরে যাজপুরে এক জন। নবাব আসিল বহু লয়্যা সেনা গণ ॥ রাজাকে অমাত্য বর্গ এ সংবাদ কয়। নবাবের সহ দেখা করা যুক্তি হয় ॥ শুনিয়া সম্মত হন নৃপ চূড়ামণি। কপিলকে আজ্ঞা দেন কার্য্যক্ষম গণি ॥ শুনিয়া কপিল তাহে

আপত্তি করয়। ক্ষুদ্র চাকরের কর্ম্ম নহে মহাশয়॥ নৃপ তির প্রতিনিধি অমাত্য সম্ভব। আমাতে সম্ভব নহে এরূপ বৈভব॥ সৈন্যভারে আছি আমি অতিদীন হীন। আশু রিক বৃত্তিধরি ক্ষয় করি দিন॥ অতএব মন্ত্রী কিম্বা নৃপ সহো দর। নবাব নিকটে যান হইয়া সত্বর॥ শুনি কপিলের কথা তাহাতে তখন। মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করেন রাজন॥ কপিল ভ্রমরবর নাম দিয়া তায়। রাজপুরে নবাবের নিকটে পাঠায়॥ নানা দ্রব্য নিশান সামন্ত বহুতর। চলিল কপিল রঙ্গে মন্ত্রি সহচর॥ উপনীত দেখি দ্বারী করয়ে খবর। নবাব সহিত দেখা হয় তৎপর॥ দেখিয়া আকৃতি আর শুনিয়া জবাব। কপিলকে বহু স্নেহ করেন নবাব॥ অনন্তর কিছু দিন থাকেন তথায়। ক্রমশ বাড়য়ে স্নেহ হইল উপায়॥ এমত সময়ে নৃপ মৃত্যু সমাচার। উপনীত হইল নবাব দরবার॥ রাজার সন্তান নাহি জানিয়া নবাব। কপিলকে দিল রাজ্য ভাবিয়া সম্ভব॥ রাজা করি কপিলেরে করিয়া সম্মান। অবশেষে নিজ দেশে করেন প্রস্থান॥ কপিল হইয়া রাজা আইল স্বদেশ। সুখে অবসান করে পরমায়ুঃ শেষ॥ রাজা কপিলেন্দ্র দেব তখন আখ্যান। হইল বিখ্যাত কীর্ত্তি জগতে ব্যাখ্যান॥ এক দিন পুরীধামে আসিয়া নৃপতি। প্রভুকে দেখিয়া বহু করেন ভকতি॥ শিরোপা বসন জগন্নাথের প্রসাদ। পাইয়া মস্তকে ধরে ভাবিয়া প্রসাদ॥ এ রাজার কীর্ত্তি এবে কহিব বর্ণন। মন দিয়া শুন সব দ্বিজ বিচক্ষণ॥ বেড়াকালী নামে ছিল মূর্ত্তি চমৎ

বার। রুদ্ধ করিলেন তাঁর মন্দিরের দ্বার ॥ নিজ কীর্ত্তি স্থাপনে করিয়া নৃপ আশ। কালিয়দমন যাত্রা করেন প্রকাশ ॥ অদ্যাপি শ্রাবণে যাহা প্রতিবর্ষে হয়। মার্কণ্ডের সরোবরে জানিহ নিশ্চয় ॥ শ্রীমন্দির চতুর্দ্দিগে আছিল প্রাচীর। ভগ্ন তাব দেখি নব করিলেন ধীর ॥ কপিলেশ্বরপুর নামেতে শাসন। নৃপতি বসান এবে করিয়া শাসন ॥ যাহার উপাত্ত বিত্তে প্রভু সেবা হয়। এক কপর্দ্দক নাহি তাহে বৃথা যায় ॥ এইরূপে রাজ্য সুখ হইল রাজার। শ্বেতবঙ্গ রামেশ্বরাবধি অধিকার ॥ তাহে কাল গত হয় সাতাইশ বর্ষ। চৌদ্দশত এক শক তাহাতে নিষ্কর্ষ ॥ কিছু দিন পরে কৃষ্ণপনি নদীতীরে। অনুত্যাগ করে নৃপ ভাবিয়া হরিরে ॥

ত্রিপদী। পরে কহি যাহা জানি, কপিলের পাটরাণী, গর্ভ জাত তনয় প্রধান। পুরিষা আছিল নাম, বহুবিধ গুণ গ্রাম, করিলেন রাজত্ব বিধান ॥ প্রজাসবে পরে পুনঃ, নাম দেয় দেখি গুণ, পুরুষোত্তম দেব ইতি। রাজত্ব করেন তিনি, প্রতিপক্ষ পক্ষ জিনি, তাহে যেন সত্যযুগ স্থিতি ॥ রাজা বিবেচিয়া ন্যায্য, উত্তর দক্ষিণ রাজ্য, ধার্য্য করি দেন ভ্রাতৃ গণে। তথায় তাঁহারা অতি, দুর্গ করি মহামতি, বসতি করেন সুখাসনে। এথানে নৃপতি বীর, করেন ভোগ মন্দির, কূর্ম্ম বেড়া নামে এক বাটী। কলে দ্বিতীয় বেষ্টন, প্রাচীর সে সুশোভন, নির্ম্মিত হইল পরিপাটী ॥ রাজা নিজ বাহু বলে, জয় করে কুতূহলে, কাঞ্চী আর কাবেরী প্রদেশ। তথা হৈতে ভক্তগণে, পুরীধামে আগমনে, প্রতিমা স্থাপিল

সবিশেষ ॥ শ্রীদুর্গা মাধব মূর্ত্তি, অদ্যাপি যাঁহার স্ফূর্ত্তি,
রত্নবেদি করি সুশোভন। এ কীর্ত্তি দেখিয়া সবে, নৃপপ্রতি
অনুভবে, দেব অংশ নহে সাধারণ॥ বিবাহ করেন ভূপ,
কুলে শীলে অনুরূপ, কাবেরী দেশের রাজকন্যা। পদ্মিনী
সে নিরুপমা, চন্দ্রমুখী মনোরমা, রূপে গুণে সর্ব্বজন ধন্যা॥
একদিন নৃপবর, অন্তঃপুর গেলে পর, সখীগণে করে কাণা
কাণি। এ কেমন ব্যবহার, অপরূপ দেশাচার, অদ্যোহ
কখন না জানি॥ নৃপতির বারে বার, অন্তঃপুরে আসিবার,
প্রথা কভু দেখি নাহি সে। এই মাত্র আসি ভূপ, পুনরায়
সেই রূপ, নাহি দেখি এই জন দৈবে। রাজনীতি বলি শুন,
এক বার আসি পুন, সে নিশি না আসে অন্তঃপুরে। কেমনে
রাজাকে রাণী, বাঁধিয়াছে নাহি জানি, প্রাণে পাই চল যাই
দূরে ॥ এইরূপ সখী সব, কথা কহে অসম্ভব, অন্তরালে
শুনিয়া নৃপবর। হইয়া ভাবিত অতি, উদ্বেগযুক্ত মতি,
বাহিরে আইল তৎপর॥ নৃপতি ভাবেন মনে, কি কহিল
সখীগণে, না জানি বিপদ এ কেমন। রজনীতে অন্ধকার,
রাণীর নিকটে আর, নাহি গিয়া ছিলাম কখন॥ কেমনে
এমন কথা, ঘটিল সে মনোব্যথা, বুঝি রাণী করে ব্যভিচার।
এইরূপ নৃপবর, ভাবে মনে বহুতর, না জানিয়া সে ভাবের
সার॥ শয়ন করিয়া শেষে, নিদ্রা যান অতিক্লেশে, পরি
শেষে দেখেন স্বপন। শ্রীশবলেশ্বর শিব, নৃপকে কহেন
শিব, নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া তখন॥ অহে শুন নৃপবর, তুমি
অতি পুণ্যতর, রাণীতে উদ্বেগ কর ত্যাগ। রাণীর নিকটে

আমি, গিয়াছিনু হয়ে কামী, তার রূপে করি অনুরাগ ॥ নামে পদ্মাবতী ধনী, পদ্মিনী সুনিতম্বিনী, ধরি তব তনু অনুরূপ। আমার আসঙ্গ হেথা, প্রকাশ উচিত নয়, চিন্তা আর না করহ ভূপ ॥ এগর্ভে জন্মিবে যেই, রাজত্ব লইবে সেই, নাহি তার হইবে অন্যথা। দেখি স্বপ্ন এই রূপ, নরপতি অপরূপ, না কহিল তাহাকে সে কথা ॥ কালে প্রসবিল রাণী, সুসন্তান মহাজ্ঞানী, আখ্যানে প্রতাপরুদ্র দেব। রূপে গুণে অন্য আর, নাহিক তুলনা যাঁর, অবতীর্ণ যেন মহাদেব ॥ তৎপরে নরবর, ত্যজে নিজ কলেবর, পঁচিশ বৎসর তাহে গত। শকাব্দের কহি সার, চতুর্দ্দশ শত আর, ছাব্বিশ সংখ্যায় সুসম্মত ॥

প্রতাপ রুদ্রদেব রাজার বৃত্তান্ত।

পয়ার। রাজত্ব লইয়া পরে পুরিয়া নন্দন। নন্দনের ন্যায় প্রজা করেন পালন ॥ তাঁহার কীর্ত্তির কথা এবে কিছু বলি। বলির প্রতাপ যেন নাহি তাহে কলি ॥ করিয়া ধবলেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দির করেন কিক যশেতে সুধীর ॥ আর এক যাজপুরে মন্দির বিধান। বরাহ দেবের যাহা আছে বিদ্যমান ॥ এই পুণ্য পবিত্র রাজার অধিকারে। পুরীধামে শ্রীচৈতন্য যান অবতারে ॥ এমন পুণ্যের রাজ্যে পাপের প্রকাশ। হইলে তখনি হয় তাহার বিনাশ ॥ তাহার প্রমাণ দেখ করি অবধান। আসিয়া সুলতান খাঁ পলাইয়া যান ॥ রাজ্য অধিকার আশে আসিয়া জবন। রাজার প্রতাপে সব হয় নিবারণ ॥ এই রূপে রাজ্য করি বর্ষ আটাইশ। পর

লোক গমন করেন পৃথিবীশ ॥ শকাব্দ হইল তাহে চতুর্দশ শত। চৌয়ান্ন অধিক আর তাহাতে গণিত ॥ আখ্যানে কানুয়া দেব তাঁহার তনয়। এক বর্ষ রাজ্য ভোগ করেন নিশ্চয় ॥ চৌদ্দ শ পঞ্চান্ন শক তাহাতে গণিত। পরে তাঁর তনয়ের রাজত্ব বিহিত ॥ রূপারুয়া দেব নামে বিখ্যাত ভুবন। এক বর্ষ রাজ্য তাঁর হইল যাপন ॥ এ অবধি কপিল বংশের হয় নাশ। চৌদ্দ শ ছাপ্পান্ন শক তাহে সুপ্রকাশ ॥ পরেতে গোবিন্দ বিদ্যাধর অভিধান। রাজত্ব করেন গম্ভীরাজের সমান ॥ সে বীর গোবিন্দপুর বানেতে শাসন। বসাইয়া দ্বিজগণ করেন পালন ॥ আর বীর গোবিন্দ নামক এক বাপী। খনন করিয়া কীর্ত্তি করে বিশ্বব্যাপী ॥ এইরূপে সাতবর্ষ করি রাজ্য ভোগ। চৌদ্দ শ তেষট্টি শকে দেহে মৃত্যু যোগ ॥ পরে চক্র প্রতাপ নামক রাজা হন। যিনি জানি তেন মৃত্যু দিবস গণন ॥ নিজ মৃত্যু দিন স্থির করিয়া নৃপতি। তদ্দিনে প্রভুর কাছে করেন বসতি ॥ কটিতে বান্ধিয়া নৃপ রেশমের ডোর। তাহাকে বন্ধন করে প্রভুর কোমোর ॥ এই রূপে থাকে ভূপ করি হরি ধ্যান। যমের কি সাধ্য আছে তাঁকে লয়ে যান ॥ তৃতীয় প্রহর বেলা হইল উদয়। পূজা ভোগ অনুরাগ কিছু নাহি হয় ॥ হাহাকার রবিল ঘটিল বড় দায়। আনন্দ বাজারে অন্ন নাহি পাওয়া যায় ॥ কিছু কাল পরে ডোর ছিঁড়িল আপনি। নৃপতিবরের মৃত্যু হইল অমনি ॥ দেখিয়া ভূপের মৃত্যু দুঃখিত বান্ধব। পশ্চিম দুয়ার দিয়া লয়ে যায় শব ॥ তদবধি করি বন্ধ হয় সেই

দ্বার। রাজার মৃত্যুর কথা রহিল প্রচার॥ এ রাজার অধিকার অষ্টম বৎসর। শক তাহে চৌদ্দ শত আর একাত্তর॥ অপুত্র রাজার রাজ্য বলবান প্রতি। লইয়া নৃসিংহ রাণা হইল ভূপতি॥ তাঁহার হইল ভোগ একই বৎসর। শক তাহে চৌদ্দ শত আর বাহাত্তর॥ পরে রঘুরাম জোটিয়া নামে এক জন। নৃপতি হইয়া রাজ্য করেন পালন॥ এক বর্ষ রাজ্য তাঁর চৌদ্দ শত আর। তেহাত্তর শক দেখি করিয়া বিচার॥ পরেতে তৈলঙ্গদেশ হইতে সুজন। আসিয়া মুকুন্দদেব হইল রাজন॥ তাঁহার কীর্ত্তির কথা শুন দ্বিজবর। করিব বর্ণন ভাগি হইয়া তৎপর॥ এ রাজা জগমোহনে করে অঙ্গরাগ। বাড়িল তাহাতে শোভা নব অনুরাগ॥ পূর্ব্ব দিগে ভোগের মণ্ডপ ভগ্ন করি। উত্তরে করেন নৃপ উত্তম বিচারি॥ শাসন বসান দাণ্ড গোবিন্দপুরেতে। গোবিন্দ বিগ্রহ তাহে স্থাপি বিধিমতে॥ দক্ষিণ প্রয়াগ যাহা ত্রিবেণী আখ্যান। তথায় বাঁধেন ঘাট করিয়া বিধান॥ সুচারু মন্দিরে শোভা করিয়া তথায়। আইল নৃপতি পরে দেখিতে গঙ্গায়॥ অপূর্ব্ব জড়াও জুড়ি করিয়া প্রস্তুত। গঙ্গাকে প্রদান করে হৈয়া ভক্তি যুত॥ অনন্তর খোর্দ্দানামে আছে এক স্থান। আছে তাহে বরুণায়ী পর্ব্বত প্রধান॥ তদুপরি বরুণায়ী নামে ঠাকুরাণী। বিরাজ করেন নিত্য২ সে সর্ব্বাণী॥ তাঁহার মন্দির নৃপ করিয়া বিধান। তথায় করেন এক দুর্গের নির্ম্মাণ॥ সুচারু করিয়া দুর্গ করেন বসতি। অমাত্য বান্ধব সহ সুখে নরপতি॥ কেল্লায়ে খোরদা তার আছে সে

আখ্যান। পুরীহতে ষোল ক্রোশ পরে বিদ্যমান॥ এই অধিকারে কালাপাহাড় নামক। আসিল জবন এক দেবতা হিংসক॥ আছিল তাহার সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঢোল। কঠিন কঠোর কটু বাজিত সে বোল॥ সেই রবে দেবতা করেন পলায়ন। এই রূপ জনশ্রুতি বিখ্যাত ভুবন॥ প্রথমত কটকে আসিয়া সে পামর। সবাকে করিল কম্পমান কলেবর॥ তথাকার রাণীগণে অমর্য্যাদা করে। দুরন্ত জবন দুষ্ট নির্ব্বাধ্য ভরে॥ অমর্য্যাদা হেতু রাজমহিষী সকল। আত্মঘাত করে তনু ত্যজিয়া বিকল॥ এ প্রকার নানা উপদ্রব তথা হয়। বহুতর প্রাণি হিংসা আর দেবাশয়॥ এখানে নৃপের মৃত্যু হইল তখন। আট বর্ষ রাজ্য কাল করিয়া যাপন॥ শক তাহে চৌদ্দশ একাশি সংখ্যা ধরে। খোড়িয়া গোবিন্দ দেব রাজা হন পরে॥ ত্রিবৎসর তাঁহার হইলে রাজ্য ভোগ। দৈবাধীন ঘটিল বিষম দুর্য্যোগ॥ এ রাজার অধিকারে দোলের সময়। বিমান ভাঙ্গিয়া বিভু হস্ত ভঙ্গ হয়॥ দেখি বলদেবের তখন হয় ভয়। অপরাধ জ্ঞানে নৃপ শোকে হন লয়॥ স্বসবান্ধে পুনর্ব্বার আনিয়া মন্দিরে। অভিষিক্ত করে নৃপ নয়নের নীরে॥ পরে তাহা প্রস্তুত করিয়া নরবর। ক্ষমাপয়ে নিজ অপরাধ পুরঃসর॥ তদবধি দোলে আর না হয় গমন। জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন॥ পরে দোল গোবিন্দ মূর্ত্তির হয় দোল। জগতে বিদিত আছে অদ্যাপি সে গোল॥ এমত সময়ে কালাপাহাড়ের তথা। গমন সংবাদ হয় না হবে অন্যথা॥ শুনিয়া নৃপতি সেই ভয়ঙ্কর

স্বামী। বিপদ্ ঘটিল বড় মনে অনুমানি॥ শ্রীমূর্ত্তি লইয়া রূপ করে পলায়ন॥ গড়পারিকুদ নাম প্রদেশে তখন। পুরী ধাম হইতে দক্ষিণ সেই স্থান। আক্রয়ে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে বিদ্যমান॥ পরে ক্ষেত্রধামে আসি সে কালাপাহাড়। কুৎসিত আচার করে যেমত চহাড়॥ করি লুঠ তরাজ সে পাইয়া সন্ধান। চলিল নৃপতি যথা আছে বর্ত্তমান॥ সে সংবাদ শুনিয়া নৃপতি সকাতর। লুকাইয়া রাখে মূর্ত্তি মৃত্তিকা ভিতর॥ অনন্তর তথায় যাইয়া সে জবন। সন্ধান করয়ে বহু শ্রীমূর্ত্তি কারণ। পাইল সন্ধান করি অন্বেষণ অতি। মৃত্তিকা হইতে মূর্ত্তি উঠায় দুর্ম্মতি॥ লুঠিয়া লইল পরে নৃপের ভাণ্ডার। শ্রীমূর্ত্তি লইয়া দেশ যায় দুরাচার॥ বটেশ্বর মাহাতি নামেতে এক জন। হিন্দু কুলে জন্ম অতি ধর্ম্ম পরায়ণ॥ মাহাতি দেখিয়া এই জবনের কর্ম্ম। মনেং ভাবে বড় ঘটিল অধর্ম্ম॥ ভাবিয়া চলিল তার রেসালা হইয়া। ধরিতে না পারে কেহ সে মর্ম্ম বুঝিয়া॥ পুনরায় আইল জবন পুরীধাম। নষ্ট করি নিকটে আছয়ে যত গ্রাম॥ দেবালয় দেবমূর্ত্তি করিল বিনাশ। উপায় আছিল যার নাশিতে প্রকাশ॥ অক্ষয় নামক বট তুলিয়া আমূল। দহনে করয়ে দাহ নাহি ত্যজে ফুল॥ এ রূপ করিয়া বহুবিধ অপচয়। পরিশেষে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়॥ তথায় আসিয়া দুষ্ট দুরন্ত জবন। দ্রোণ কাষ্ঠে শ্রীমূর্ত্তিকে করয়ে দাহন॥ এমত সময়ে তার শরীর সকল। ফাটিতে লাগিল তাহে হইল বিকল॥ কাজি নামে এক জন দেখিয়া সে তাপ। কহে কালাপাহাড়কে মনে ভাবি পাপ॥

হিন্দুর প্রতিমা তুমি করিছ দহন। শরীর কাটিয়ে তব এই সে কারণ ॥ শুনিয়া কাজির কথা তখনি দুর্ম্মতি। ভাবিয়া অন্তরে দেয় ভৃত্যে অনুমতি ॥ আদেশ পাইয়া কাজি গঙ্গাজলে দিল। ব্রহ্মদারু জলে পড়ি ভাসিয়া চলিল ॥ ভাসিতেং কাষ্ঠ কিছু দূর যায়। বটেশ্বর তাকে কিছু না পায় উপায় ॥ ওমরা নামে এক জন দেখিল সে দারু। তাহার বাগান পার্শ্বে শোভমান চারু ॥ দেখিয়া লইল সেই কাষ্ঠ চমৎকার। অপবিত্র জাতি জন্য না হয় প্রচার। বটেশ্বর যাহাতি পাইয়া সে সন্ধান। উপনীত হয় মনে স্মরি ভগবান ॥ ওমরার ছিল কোন ব্যাধির সঞ্চার। কোন রূপে নাহি তাহা হয় প্রতিকার ॥ সে রোগের নিঃশেষ করিল বটেশ্বর। অতি তুষ্ট হন ওমরা তাহার উপর ॥ তাঁহাকে দেখিয়া তুষ্ট ভাবিয়া অন্তরে। দাতব্য করয়ে কাষ্ঠ বিদায়ের তরে ॥ সহাস্য বদনে ওমরা কাষ্ঠ দেন আনি। বটেশ্বর পেয়ে তাহা বক্ষকরি মানি। আনি তাহা বহুযত্নে রাখেন গোপন। আছে কালা পাহাড়ের ভয় অনুক্ষণ ॥ এদিগে পুরুষোত্তমে উনিশ বৎসর। অরাজকে প্রজা নষ্ট কষ্ট বহুতর ॥ পনের শ দুই শক তাহাতে গণিত। অপর বৃত্তান্ত এবে শুনহ নিশ্চিত ॥ গৌড়ীয় রাজার পাত্র মিত্র বন্ধুগণ। সকলে মিলিত হয়ে করেন মন্ত্রণ ॥ বিবেচিয়া ভূয়্যাবংশি জনেক আনিয়া। সিংহাসন দেন তাঁকে সুপাত্র জানিয়া ॥ রামচন্দ্র দেব তাঁর নাম হয় খ্যাত। রাজত্ব করেন তিনি যেন বিষ্ণুরাত ॥ একালে সেয়ার জয় সিংহ নাম যাঁর। বুদ্ধি বিদ্যা সুজনতা অতি

সৎকার ॥ বাদশাহ প্রেরিত হইয়া সেই জন। দিল্লী হেতে পূর্ব্বরাজ্যে করি আগমন ॥ ভুবনেশ্বরে আসি দেখেন বিস্তর। দেবতা প্রতিমা আর বহু বিপ্রবর ॥ ফিরে যান সেওয়ার জয়সিংহ পরে। বিজয়ে অসাধ্য দেশ ভাবিয়া অন্তরে ॥ পুনরায় সমাগত হন একজন। আখ্যানে ভোজল মল্ল বিখ্যাত ভুবন ॥ পূর্ব্বমত হৈয়া বাদশাহের প্রেরিত। শ্রীপুরুষোত্তম ধামে হন উপস্থিত ॥ শুনিয়া রাজার পাত্র মিত্র বন্ধুগণ। সভ্য সজ্জন আর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥ মন্ত্রণা করিয়া সবে বুঝিয়া উচিত। সাক্ষাৎ করাণ নৃপে তাঁহার সহিত ॥ দেখিয়া ভোজল মল্ল করি আলাপন। সন্তুষ্ট নৃপের প্রীতি হইল তখন ॥ তাঁহাকে রাজত্ব পদে করি নিয়োজিত। হইল ভোজল মল্ল স্বদেশে প্রস্থিত ॥ তদবধি বারো হস্তি কাঠায় জমীর। জরীফ আরম্ভ হয় শুনহ সুধীর ॥ যাহাকে ভোডল মলি পদিকা বলিয়া। বিখ্যাত করয় সবে জগৎ ব্যাপিয়া ॥ অনন্তর সংবাদ শুনহ বিজ্ঞ গণ। রামচন্দ্র দেবের রাজত্ব বিবরণ ॥ নৃপতির দ্বিঅঙ্কে মাহাতি বটেশ্বর। রাজার নিকটে আসি হয় দক্তিচর ॥ নৃপের আদেশে মাদ্‌লো পাঞ্জিকা লিখনে। মাহাতি নিযুক্ত হন পুরী নিকেতনে ॥ মাহাতির সঙ্গে যেই ব্রহ্মদারু ছিল। রাজার নিকটে তাহা প্রদান করিল ॥ পাইয়া নৃপতি সেই কাষ্ঠ চতুষ্টয়। আনন্দ সাগরে এবে সবে মগ্ন হয় ॥ পুরাণ দেখিয়া আর শুনি লোকাচার। পূর্ব্বমত ব্রহ্ম মূর্ত্তি করেন প্রচার ॥ সেবা পূজা ভোগ রাগ আছিল যেমত। পুনর্ব্বার হইল সকলি পূর্ব্বমত ॥ দেউ

লের নীলচক্র দেখি ভয়ঙ্কর। প্রস্তুত করেন পুন নরপতি বর॥ নিজনামে বহুতর বসান শাসন। হেন বুঝি ত্রেতা যুগ হইল তখন॥ এই রূপে কিছু দিন যাপনের পর। দ্বাদশ অঙ্কের কথা শুন বিজ্ঞবর॥ তৈলঙ্গ দেশীয় কোন বিজ্ঞ এক জন। মুকুন্দ দেবের বংশ্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ॥ উৎকল রাজত্ব পদ পাইবার তরে। বাদশাহ নিকটে চলিল তৎপরে॥ দিল্লীর সহরে আসি হইয়া হাজীর। আরজ করায় নিজ দাবীর জাহির॥ শুনিয়া দাবীর কথা বাদশাহের। হুকুম করেন মানসিংহের উপর। হুকুম পাইয়া সিংহ আসিয়া উৎকলে। নৃপসহ সাক্ষাৎ করেন কুতূহলে॥ দেখিয়া নৃপের বুদ্ধি বিদ্যার স্বরতা। তাঁহার রাজত্ব পদ করেন স্থিরতা॥ অপর মুকুন্দদেব বংশীয় যে জন। নালিশ করিয়াছিল রাজত্ব কারণ॥ আলি নামে কিল্লা এক অতি চমৎকার। তাঁহাকে রাজত্ব দেন সেই অধিকার॥ কটক হইতে যাহা ক্রোশ বারো দূর। পূর্ব্বোত্তর কোণে স্থিত যেন শিবপুর॥ পরে জুকি ভ্রমর নামেতে আর জন। রাজত্বে নালিশ বন্দি ছিল অনুক্ষণ॥ তাঁহাকে রাজত্ব দেন করিয়া বিশেষ। বিখ্যাত আছয়ে কিল্লা পটীয়া প্রদেশ॥ কটক দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে সেই স্থান। ভ্রমর তাহাতে পুরী করেন নির্ম্মাণ॥ এই রূপে মানসিংহ ভাঙ্গিয়া বিরোধ। প্রস্থান করেন নিজ প্রদেশে সুবোধ॥ অবিবাদে রামচন্দ্র করি রাজ্য ভোগ। অবশেষে কালবশে ঘটিল দুর্যোগ॥ ফলে শক পনের শ এক ত্রিশ পরে। তনুত্যাগ নৃপতি করেন অকাতরে॥ তাহাতে

তাঁহার রাজ্য উন্ত্রিশ বৎসর। গণনা করিয়াদেখ বিচক্ষণ নর॥ পরে তাঁর তনয়ের হয় সিংহাসন। পুরুষোত্তম দেব বিখ্যাত ভুবন॥ একুশ বৎসর রাজ্য করেন সম্ভোগ। শক তাহে পনের শ বাওয়ান্ন বিয়োগ॥ শ্রীপুরুষোত্তম পুর প্রভৃতি শাসন। বসাইয়া নিজ কীর্ত্তি করেন রাজন॥ রাজার সহিত বহু বিপক্ষের চর। বুর মহানাদী আইসে করিতে সমর॥ কতবার বিফল হইয়া তারা যায়। রাজার প্রতাপ দেখি শমনের প্রায়॥ পরে করনালিস নামেতে এক জন। বহুতর করি যুদ্ধ লয়ে সেনাগণ॥ সেই যুদ্ধে বিনাশ হইল নৃপতির। অন্যথা নাহিক হয় লিখন বিধির॥ অনন্তর সেই রাজ্যে তাঁহার তনয়। রাজত্ব করিয়া খ্যাতি লভে জগ ময়॥ যাঁহার নৃসিংহ দেব আছিল আখ্যান। পঁচিশ বৎসর তাঁর রাজ্য পরিমাণ॥ শক তাহে পনের শ আর সাতা ত্তর। কীর্ত্তির কাহিনী কিছু শুন বিজ্ঞবর॥ নৃপতি নৃসিংহ পুর নামক শাসন। নিজ যশ আশয়ে করেন সংস্থাপন॥ নৃপের আছিল পাত্র নামে দামোদর। নিজ নামে শাসন বসান মনোহর॥ আর২ আছিল যতেক পাত্রগণ। নিজ২ নামে সবে বসান শাসন॥ রাজার আছিল ভ্রাতা বিশ্বনাথ নামে। শাসন হইল তাঁর আপনার নামে॥ শ্রীমন্দিরে নৃপতি করিয়া মেরামত। কলিচুনে অঙ্গরাগ করে মনোমত॥ কণারক আখ্যানে বিখ্যাত যেই স্থান। পদ্মক্ষেত্র নামেতে পুরাণে বিদ্যমান॥ সে স্থানহইতে চন্দ্র সূর্য্যের মূরতি। আনাইয়া পুরীধামে স্থাপে নরপতি॥ এ সময়ে দক্ষিণ হইতে এক

জন। সাহাবাজ নামে বাদশাহ আগমন॥ আসিয়া পুরু
ষোত্তমে বাদশাহবর। নৃপের সহিত বহু করিল সমর॥
নৃপতি তাঁহার সনে করিয়া সংগ্রাম। প্রবল প্রতাপ হেরি
আর গুণগ্রাম॥ অসাধ্য ভাবিয়া যুদ্ধে বাদশাহবরে। বহু
ধন দিয়া তুষ্ট করিলেন পরে॥ ধন পেয়ে বহুতর পরম
সন্তোষ। পরিত্যাগ করিলেন সমরের রোষ॥ আনন্দিত
বাদশাহ যায় নিজ দেশে। রাজত্ব করেন সুখে নৃপবর শেষে॥
নৃপতির পাত্রবর ছিল এক জন। শ্রীপতি নামক আখ্যানে
বিচক্ষণ॥ করিল দেউল তিনি শ্রীমাধবের। প্রকাশ
করেন নিজ অক্ষয় যশের॥ এই রূপে নিজ পাত্র মিত্রের
সহিত। কীর্ত্তি আর রাজ্যভোগ হইল বিহিত॥ পরে তাঁর
স্বর্গরাজ্য সম্ভোগে গমন। বিধির লিখন তাহা কেবা খণ্ডন॥
নৃসিংহ দেবের পুত্র অনন্ত ভূপ। সর্ব্বদা শাসন কার্য্যে
পিতৃ অনুরূপ॥ নামে গঙ্গাধর দেব খ্যাতি ভূমণ্ডলে।
এক বর্ষ রাজ্য ভোগ সকলেই বলে॥ পনের শ আটাত্তর শক
পরিমাণ। অবশেষে রাজা হন তাঁহার সন্তান॥ বলভদ্র
দেব নাম আছিল প্রচার। নিজ নামে আছয়ে শাসন এক
তাঁর॥ আট বর্ষ রাজ্য ভোগে হইল যাপন। পনের শ ছয়
আশী শক বিবরণ॥ নৃপতি মুকুন্দদেব তাঁহার কুমার।
করে অষ্টাবিংশতি বৎসর সুবিচার॥ ষোল শত চৌদ্দশক
তাহাতে গণন। এবে বলি তাঁহার পাত্রের বিবরণ॥ আছিল
ভরত পট নামক আখ্যান। সুপাত্র সে পাত্রবর অতি বুদ্ধি
মান॥ তাঁহার প্রযত্ন আর ধন করি মূল। হয় জলেশ্বর

মহাদেবের দেউল ॥ আর জগমোহন করিয়া সেই জন। লক্ষ্মী জগমোহন করেন সুশোভন ॥ বনমালি মহাপাত্র নামে আর ধীর। মদনমোহন শ্রীর করেন মন্দির ॥ দিব্য সিংহদেব নামা রাজা হন পরে। রাজ্য সুখ ভোগ তাঁর তেইশ বৎসরে ॥ এ কালে গোবিন্দ মহাপাত্র নামে ধীর। করিলেন ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দির ॥ আর পেলেতরেলা দেশের অধিপতি। মন্দির করিয়া বসাইল সরস্বতী ॥ অপর রাজেন্দ্র রায় মহাশয় নামে। পাকশালা নির্ম্মাণ করেন পুরীধামে ॥ এ রাজার সে আমলে আসিয়া মোগল। দমন করিয়া করে কটক দখল। তদবধি আছয়ে মোগলবন্দি স্থান। ফলে যার বন্দোবস্ত হয় সমাধান ॥ খাসের রক্ষিত নাম গড়জাত বলি। রাজার রাজত্ব হয় তাহাই সকলি ॥ ষোলশ পঁয়ত্রিশ শক তাহাতে গণন। পরে তাঁর কনিষ্ঠের হয় সিংহাসন ॥ কৃষ্ণদেব নাম তাঁর বিখ্যাত ভুবন। হরেকৃষ্ণপুর নামে বসান শাসন ॥ শ্রীমন্দিরে অঙ্গরাগ করি সনকান। পদিপূর্ণ মানি নৃপ নিজ মনস্কাম। তাঁহার আছিল এক খুড়া পুণ্যশালী। গুণ্ডিচামন্দিরের করেন মুখশালী ॥ এইরূপে রাজা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত। ষোলশত বেয়াল্লিশ শকাব্দ তদন্ত ॥ পরে গোপীনাথ দেব তাঁহার কুমার। পিতার রাজত্ব সব করে অধিকার ॥ নিজ নামে শাসন করিয়া নৃপবর। করিলেন রাজ্যভোগ সপ্তম বৎসর ॥ ষোলশ একান পঞ্চাশৎ পরিমাণ। গণনা করিয়া কর শকের বিধান ॥ পরে রামচন্দ্র দেব সিংহাসনে স্থির। শাসন করয়ে ক্ষিতি অতি খরতর ॥ এগার বৎসর তাঁর

রাজত্ব বিধান। ষোড়শ ছয়াট্ট শক তাহে অবসান॥ ইহাঁর আমলে আছে অদ্ভুত কাহিনী। অবধান করি শুন সঘনে বাখানি॥ সুজাখাঁ নামেতে কটকের সুবাদার। যবন জাতিতে অতিদুষ্ট দুরাচার॥ খোরদা মোকামে আসি সসৈন্য সে জন। রাজাকে লইয়া যায় নিজ নিকেতন॥ কিছু কাল পরে তাঁর কন্যার সহিত। রাজার হইল মিল হিতে বিপরীত॥ জনরবে প্রচার হইল সে বিষয়। জাত্যন্তর জ্ঞানে নিজধর্ম্ম ত্যাগী হয়॥ মোছলমানের সঙ্গে আহার বিহার। সকলি ঘটিল তাঁর যবন আচার॥ এখানে তাঁহার পৌত্র অতি গুণধাম। ভাগীরথী কুমার আছিল যাঁর নাম॥ সেজন লইয়া সব রাজপরিবার। পুরী পরিত্যাগ করে ভাবিয়া অপার॥ আসি সবান্ধবে সে কোদলা আটগড়। বসতি করেন তথা করি এক গড়॥ কিছুকাল পরে নৃপতির পর লোক। হইল ঘুচিল পাপ যাইল সে শোক॥ শুনি নৃপতির মৃত্যু পাত্র মিত্রগণ। ভূপতির পৌত্রকে দেন সিংহাসন॥ শ্রীবীর কিশোর দেব বিখ্যাত ভুবন। রাজত্ব করেন তিনি সহ বন্ধুগণ॥ কিছুকাল পরে বীর হবিব খাঁ নামে। কটকের নবাব আইল এই ধামে॥ কাড়িয়া লইয়া তাঁর রাজত্বের ভার। পটাশপুর রাজাকে দিইল অধিকার॥ কিশোর দেবের পাত্র মিত্র বন্ধুগণ। অনিষ্ট দেখিয়া সবে করয়ে মন্ত্রণ॥ মন্ত্রণা করিয়া সবে নৃপের সহিত। চলিল নবাব যথা আছে উপস্থিত॥ নবাবের সঙ্গে নৃপ সাক্ষাৎ করিয়া। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে গুণ প্রকাশিয়া॥ নবাব

দেখিয়া তাঁর ক্ষমতা বিশেষ। পুনর্ব্বার রাজ্যভার দিল অব শেষ॥ এইরূপে কিশোর দেবের সিংহাসন। সাঁইত্রিশ বৎসর কাল হইল যাপন॥ নিজনামে বসাইয়া অপূর্ব্ব শাসন। চিরস্থায়ি কীর্ত্তি নৃপ করেন স্থাপন॥ কনক মণ্ডপ আর দোল মঞ্চবরে। রাজার জননী তাহে অঙ্গরাগ করে॥ প্রধান দেউলে রাজ্ঞী দিয়া চূণ কলি। প্রকাশ করেন তম ঘাইল সকলি॥ রাজার দ্বাদশ অঙ্কে মহারাষ্ট্র দল। আসিয়া করিল বলে কটক দখল। নৃপের অনুজ্ঞামতে ভৃত্যগণ যত। পুরীর উত্তর দ্বার করে মেরামত॥ যে দ্বার ভাঙ্গিয়াছিল অস্টগ্রাসী নামে। সংন্যাসী প্রধান এক এই পুরীধামে॥ স্নানমঞ্চে যাইবার নাছিল সুপথ। প্রস্তুত করেন রাজা করি মনোরথ॥ রাজার আছিল দুই পাত্র গুণবান্। বুদ্ধি বিদ্যা বিশারদ অতি পুণ্যবান্॥ শ্রীমান্ শ্রীধর পট নায়ক আখ্যান। আর জন ধর্ম্মধার চন্দনা ভিধান॥ ইহারা অক্ষয় বট বিটপির তলে। মন্দির নির্ম্মাণ করি নিজ পুণ্যবলে॥ স্থাপন করেন বাল মুকুন্দ মূরতি। অদ্যাপি তথায় আছে তাহার স্ফূরতি॥ এ রাজার অধি কারে বর্দ্ধমান বাসি। রাজা কীর্ত্তি চন্দ্রের জননী ক্ষেত্রে আসি॥ মার্কণ্ডের সরোবর পাষাণে বাঁধান। অদ্যাপি তথায় তাহা আছে বিদ্যমান॥ অনন্তর সতর শ তিন শক পরে। কিশোর দেবের মৃত্যু হয় ক্ষেত্রবরে॥ পরে তাঁর পৌত্রে অর্পিল রাজ্যভার। দিব্য সিংহদেব নাম আছিল যাঁহার॥ আঠার বৎসর তাহে হয় অবসান। সতর শ এক

ইশা শকের সংখ্যান ॥ তাঁহার আমলে যাহা হয়েছে নূতন। অবধান করি শুন করিব বর্ণন ॥ বরুণায়ী পর্ব্বতের ক্রোড় দেশে ভূপ। প্রস্তুত করিয়া এক কেল্লা অপরূপ ॥ মহা রাষ্ট্রে পেষকশী দিয়া নরপতি। কেল্লায় খোরদা মাত্র রহিল বসতি ॥ ক্ষেত্রপুরী অধিকার করিয়া তখন। মহারাষ্ট্র রাজা হন প্রবল শাসন ॥ এ সময়ে রাজগুরু ব্রহ্মচারি বর। গোসাঁই আখ্যানে খ্যাত ভজন তৎপর ॥ সে জন সুবর্ণ ময়ী লক্ষ্মীর মূরতি। শ্রীমূর্ত্তির বাম অংশে বসাইল কৃতী ॥ পুর্ব্বপাশে স্নানের কারণ প্রথা করি। ব্রহ্মচারী নিজ কীর্ত্তি রাখিল বিচারি ॥ পশ্চিম দ্বারের কুট হইল তৈয়ার। তাঁহার প্রযত্নে ইহা আছয়ে প্রচার ॥ নরেন্দ্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন দুই সরো বর। প্রস্তরে বাঁধান তিনি করি মনোহর ॥ পরে বর্ণ মন্দিরের কি রাইয়া চূণ। জগতে ব্যাপিত করে যশের দ্বিগুণ ॥ পরে হয় ভূপতির পরলোকে বাস। মাদলা পাঁজিতে ইহা আছে সুপ্রকাশ ॥

মুকুন্দদেব রাজার বৃত্তান্ত।

পয়ার ॥ মুকুন্দ দেবের রাজ্য হয় অনন্তর। তাঁহার হইল ভোগ উনিশ বৎসর ॥ সতর শ চল্লিশ শকাব্দ তাহে হয়। তাঁহার কাহিনী কিছু শুনহ নিশ্চয় ॥ নৃপতির নয় অঙ্কে ফিরিঙ্গি ইংরাজ। দখল করিল আসি কটক সমাজ ॥ তাহার বৃত্তান্ত কথা বিবরি বিশেষ। অবধান করি সার শুন পরি শেষ ॥ আইল সাহেব মিলবিল নামধারী। দক্ষিণ প্রদেশ হৈতে সৈন্য সহচারী ॥ কলিকাতা হৈতে জেনরল হয়কট।

সসৈন্য আইল আর কটক নিকট ॥ এ উভয়ে আক্রম করিলে সেই স্থান। মারাট্টা হটিয়া যায় হয়্যে হতজ্ঞান ॥ তাহে হয় ভূপতি ইংরাজ বাহাদুর। কটক হইতে পাপ হৈয়া যায় দূর ॥ পরে নৃপ মকুন্দ দেবের দশ অঙ্কে। তাঁহাকে আক্রম করে ইংরাজ নিঃশঙ্কে ॥ নৃপতি দেখিয়া তাহা ভাবি বহুতর। ইংরাজ সহিত যুদ্ধ করেন তৎপর ॥ সে যুদ্ধে হইল জয়ী ফিরিঙ্গি সকল। ভূপতিকে ধৃত করে হইয়া প্রবল ॥ কয়েদ করয়ে তাঁর সহ পরিকর। কটকের বারোবাটী কিল্লার ভিতর ॥ পরে পুন মেদিনীপুরের কিল্লাবরে। নৃপ তিকে লইয়া তথায় বন্ধ করে ॥ এইরূপে কিছু কাল গত হলে পর। খালাস হইল বারো অঙ্কে নরবর ॥ পুনরায় পুরীধামে আসিয়া সুজন। পূর্ব্বমত অধিকৃত করে সিংহাসন ॥ বিধির লিখন কভু না হয় অন্যথা। প্রমাণ দেখহ তার এই নৃপে যথা ॥ চৌদ্দ অঙ্কে বকসি জগবন্ধু বিধার। হঙ্গামা ঘটিল এবে বিবিধ প্রকার ॥ তাহে নৃপ পুনর্ব্বার তনয় সহিত। কারাগারে বন্ধ হন হইয়া দুঃখিত ॥ সে বন্দিশালায় তাঁর হয় পরলোক। দারা সুতে পাত্র মিত্রে দিয়া বহুশোক ॥ অরাজক দেখি সবে পাত্র মিত্র গণ। ইংরাজ নিকটে তাহা করেন জ্ঞাপন ॥ পাইয়া আদেশ রাজকুমারের প্রতি। তাঁহাকে করেন সবে সিংহাসন পতি ॥ যাঁহার আছিল পূর্ব্বে জনমণি নাম। সুশীল সুমন্ত্রী জ্ঞানী বহু গুণ গ্রাম ॥ রাজত্ব দশায় নাম রামচন্দ্র দেব। মেজাজ গরম বড় যেমত সাহেব ॥ এই রাজা অদ্যাপি আছেন বিদ্যমান। গুণিগণ গুণগ্রাহী অতি পুণ্যবান ॥

এইরূপে বর্ত্তমান সপ্তদশ শত। আর তাকে ছয়ষট্টি শকে অভিমত॥ কলির আরম্ভাবধি একাল পর্য্যন্ত। যুধিষ্ঠির আদি করি রামচন্দ্রে অন্ত॥ অষ্টাধিক শত সংখ্যা রাজার গণন। কলির তাহাতে ভোগ শুন নিরূপণ। চারি হাজার নয় শত পঁয়তাল্লিশ বর্ষ। যাদজ্ঞ পঞ্জিকাগণে হইল নিষ্কর্ষ॥

অথ চক্রক্ষেত্র বৃত্তান্ত।
অর্থাৎ ভুবনেশ্বর।
স্থানের বিবরণ।

এবে কহি চক্রক্ষেত্র বৃত্তান্ত সকল। শুনিলে মনের বাঞ্ছা হইবে সফল॥ চক্রক্ষেত্র জানহ যে একাম্র কানন। তাহার প্রমাণ বায়ু পুরাণে বর্ণন॥ এক আম্র বৃক্ষের ছায়ায় সেই স্থান। আচ্ছন্ন আছিল পূর্ব্বে ক্রোশ পরিমাণ॥ একারণ একাম্র কানন তার নাম। ভুবনেশ্বরের সে অনুপম ধাম॥ শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ক্ষেত্রপাল তার। পীঠস্থান কোটি শিব লিঙ্গের আধার॥ তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন বিচক্ষণ। পুরাণ সম্মত কথা করিব বর্ণন॥ যে কএক লিঙ্গ এই স্থানে বিরাজিত। কোটিলিঙ্গ অধিপতি তাঁহারা নিশ্চিত॥ সেই সব শিবলিঙ্গ করিলে দর্শন। কোটিলিঙ্গ দর্শনের ফল প্রাপ্ত হন॥ তন্নিমিত্ত কোটি শিব লিঙ্গের আধার। পুরাণে বর্ণিত আছে এই তার সার॥ সে সব লিঙ্গের নাম শুন এবে কহি। অন্য কথা লিখিলে বাহুল্য হয় বহি। প্রথমত ব্রহ্মেশ্বর এই স্থানবরে। দ্বিতীয় ভাস্করেশ্বর ইন্দ্রেশ্বর পরে॥ চতুর্থে গোকর্ণেশ্বর

তৎপরে পঞ্চম। স্বর্ণ জালেশ্বর নাম অতি অনুপম ॥ ষষ্ঠে স্বর্ণ কূটেশ্বর পাপনাশে দক্ষ। অগ্নিকোণে সূক্ষ্মেশ্বর হন দৃষ্টি লক্ষ ॥ এই স্থানে যেই জন করে পিণ্ড দান। শতবার গয়া শ্রাদ্ধ ফল তিনি পান ॥ আম্রাতকেশ্বর তাঁর বামে বিরাজিত। দক্ষিণে মধ্যমেশ্বর আছেন শোভিত ॥ পশ্চিমে কপিলেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমান। কপিল দেবের কুণ্ড তথা বর্ত্তমান ॥ সে কুণ্ডে করিলে স্নান বেদবিধি মতে। সর্ব্বতীর্থ জন্য ফল পায় হাতে হাতে ॥ উত্তরেতে উগ্রেশ্বর শিবের বসতি। একাদশ লক্ষ শিব লিঙ্গ অধিপতি ॥ ফলত তাঁহাকে যেই দৃষ্টিপাত করে। তত লক্ষ শিব দৃষ্টি ফল তার করে। নন্দী ভৃঙ্গী দুইমূর্ত্তি আছেন তথায়। স্তব তারে ভক্তিযুক্ত ভূতেশ সহায় ॥ দেখিলে সে মূর্ত্তিদ্বয় বহুতর ফল। অবশ্য ফলেন তাঁরা নাহয় বিফল ॥ যমেশ্বর নামে আর লিঙ্গ চমৎকার। তাহা দৃষ্টে যমদণ্ড নাহি হয় আর ॥ পাপনাশি নামে কুণ্ড আছে সেই স্থানে। কলুষ বিনাশ হয় সেই তীর্থ স্নানে ॥ তাহার দক্ষিণে লিঙ্গ ঈশানেশ্বর। তাঁহার নিকটে কুণ্ড কোটিতীর্থ বর ॥ যেই নর সেই কুণ্ডে করয়ে মজ্জন। কোটিতীর্থ ফল তার হস্তগত হন ॥ ভুবনেশ্বরের উত্তরে রামেশ্বর। রামচন্দ্র অবতারে স্থাপে লিঙ্গবর ॥ সেইলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুকাল। করেন তপস্যা রাম ত্যজি ভ্রম জাল ॥ আছয়ে তথায় আর কুণ্ড চমৎকার। আখ্যানে অশোক কুণ্ড পুণ্যের অপার ॥ বিশেষত চৈত্র শুক্ল অষ্টমীর ক্ষণে। তাহাতে করিলে স্নান শিবতুল্য গণে ॥ জানকীর এই আজ্ঞা আছয়ে বিধান। শিবলোকে

বাঞ্ছা যাঁর করোগিয়া স্নান ॥ আর এক তীর্থ বিন্দুসরোবর নামে। আছয়ে সুচারু এই চক্রক্ষেত্র থামে ॥ এই তীর্থবর মণি কর্ণিকা সমান। ফলের নাহিক সীমা যদি করে স্নান ॥ ইহার উত্তর ভাগে শ্রীউত্তরেশ্বর। নামে আছে শিবলিঙ্গ অতি মনো হর ॥ এই স্থানে দুর্গাদেবী সুচারু প্রতিমা। বিরাজিতা শিব রামা অনন্ত মহিমা ॥ পুরশ্চরণ যদি তথায় করয়। এক পক্ষ মধ্যে তার মন্ত্রসিদ্ধি হয় ॥ তাহার দ্বিশত ধনু অন্তরে যে স্থান। নাম তার সিদ্ধাশ্রম সিদ্ধের সমান ॥ তাতে সিদ্ধেশ্বর নামে আছে লিঙ্গবর। নির্ব্বাণ করেন দান অতি মনোহর ॥ করিয়া মনের বাঞ্ছা যদি পূজে তাঁয়। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হয় কল্পতরু প্রায় ॥ তাহার দক্ষিণ ভাগে সর্ব্বাঘনাশন। নামে কুণ্ড অনুপম বিখ্যাত ভুবন। যাহার নিকট বাসী মুক্তীশ্বর শিব। অর্চ্চন করিলে তাঁর মুক্ত হয় জীব ॥ ইন্দ্রেশ্বর শিব তাঁর আছেন নিকট। দৃষ্টিমাত্র দূর হয় কলুষ সঙ্কট ॥ সে সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে। শ্রীগৌরী কেদার লিঙ্গ শোভে অনুরাগে ॥ নিকটে তাঁহার গৌরী মূর্ত্তি চমৎকার। দর্শন পূজনে নর হয় দেবাকার ॥ অদ্ভুত মধ্যবর্ত্তী খ্যাত তীর্থ দ্বয়। সিদ্ধপীঠ অপর কেদার কুণ্ড কয় ॥ কেদার কুণ্ডের জল করে যদি পান। আর জন্ম নাহি হয় পুরাণ প্রমাণ ॥ গঙ্গাবহা নদী তার নিকট বর্ত্তিনী। গুপ্ত গঙ্গা অন্য নামে পাপ বিনাশিনী ॥ বারু ণীতে তথায় করিলে নিমজ্জন। হইবে অসীম ফল বেদের লিখন ॥ তৎপরে পরজন্যেশ্বর নামে আর। লিঙ্গবর আছেন নির্ব্বাণ মুক্তিকার ॥ তাঁহার নিকটবর্ত্তী গোকর্ণে

শ্বর। তৎপরে ভীমেশ্বর মেঘেশ্বর বর॥ ইত্যাদি অনেক লিঙ্গ আছেন তথায়। কহিব কি বিবরণ গণা নাহি যায়॥ একল শিবলিঙ্গ করিলে দর্শন। কোটিলিঙ্গ দৃষ্টি ফল ফলেন তখন॥ কেহবা দ্বাদশ লক্ষ লিঙ্গ অধিপতি। কেহ দশ কেহ বিশ এইরূপ গতি॥ এইরূপেএই স্থান কোটিলিঙ্গাধার। ফলত নির্ব্বাণ ধাম স্থান চমৎকার॥ অপর কহিব শুন সংক্ষেপে বচন। যেমন ভুবনেশ্বর যাত্রায় চলন॥ মার্গশীর্ষ আদি বারো মাসে চতুর্দ্দশী। যাত্রা হয় অনিবার না হয় অলস॥ তাহার বৃত্তান্ত বায়ু পুরাণে বর্ণন। প্রয়োজনে দৃষ্টিকরি হইবে দর্শন॥ আর কিছু করি চিত্র কথার প্রচার। শুনিলে সাধক গণ হবে চমৎকার॥ যেই শিব নৈবেদ্য ভক্ষণে নষ্টপাপ। পুরাণে প্রমাণ আছে পার্ব্বতীর শাপ॥ একাম্র কাননে তাহা সর্ব্ব গ্রাহ্য হয়। বিশেষ ভক্ষণে পাপ সন্তাপের ক্ষয়॥ একাম্র কানন নামে সংগ্রহ প্রধান। তাহাতে লিখিত আছে ইহার প্রমাণ॥ এইরূপে চক্রক্ষেত্রে শিব আরাধনা। করিলে নাহিক হয় জন্ম বিড়ম্বনা॥ মন্থন করিয়া এই পুরাণের সার। চক্রক্ষেত্র তীর্থকথা হইল প্রচার॥

গদাক্ষেত্র অর্থাৎ যাজপুরের বৃত্তান্ত।

ভূমণ্ডলে গদাক্ষেত্র তীর্থ চমৎকার। গরুড় পুরাণে ব্যক্ত আছে সুবিস্তার॥ আমি তার মর্ম্ম শুনি করিয়া দর্শন। কহিব তাহার স্থূল করহ শ্রবণ॥ বিরজার ক্ষেত্র পঞ্চ ক্রোশ পরিমাণ। সীমা তার শাস্ত্রে কহে শুন বুধ গণ॥ বৈতরণী তীর্থ তিন দিগেতে

বেষ্টিতা। দক্ষিণাংশে শ্রীবিরজা দেবী বিরাজিতা ॥ এই চতুঃ সীমা মধ্যে শিবলিঙ্গ যত। তারমধ্যে লিঙ্গত্রয় সীমায় নিরত ॥ একদিগে বিল্বেশ্বর অন্যত্র খেল্লাট। বৈতরণী তীরে দশ অশ্ব মেধ ঘাট ॥ মধ্যস্থানে মহাপুণ্য পুরাণ প্রমাণে। অমর মরণ বাঞ্ছা করে এই স্থানে ॥ এক্ষণে শুনহ তথা দেবালয় যত। তারমধ্যে কহি যাহা পুরাণ সম্মত ॥ বৈতরণী তীরে আছে অপূর্ব্ব মন্দির। প্রস্তরে নির্ম্মিত পুরী কিঞ্চিৎ গভীর ॥ তন্মধ্যে বরাহ মূর্ত্তি বিধাতা স্থাপিত। অপূর্ব্ব বিগ্রহ ধারী পাষাণ নির্ম্মিত ॥ বামভুজে লক্ষ্মী তাঁর ধ্যানার্থ বিচারি। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম পাণী ॥ শবর নামক নর বাহন তাঁহার। চারি দিগে সপ্তফণী শোভে চমৎকার ॥ বামপার্শ্বে গজলক্ষ্মী নামে নারায়ণী। শঙ্খদ্বয়ে গজদ্বয় দ্বিভুজ ধারিণী ॥ করী লক্ষ্মী শিরে করে বারি বরিষণ। যেমন নিয়ম সেই সময়ে পূজন ॥ দক্ষিণ দিগেতে শ্বেত বরাহ স্থাপন। উক্ত বরাহের ধ্যান গঠন লক্ষণ ॥ কেবল কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকার মাত্র ভেদ। শ্বেতপদ্ম তাহার কারণ আছে বেদ ॥ তদুত্তরে আর এক মূর্ত্তি মনোহর। অষ্টধাতু নির্ম্মাণ দ্বিপাদ অষ্টকর ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজের ভূষণ। ত্রিশূল খর্পর খড়্গ কৌস্তুভ ধারণ ॥ মন্দিরের দ্বারে বিরাজিত গণপতি। দৃষ্টিমাত্র দূর হয় ভক্তের দুর্গতি ॥ গণপতি পুরো বর্ত্তী গরুড়ের মূর্ত্তি। তার অগ্রে সিংহদ্বয় পাইতেছে স্ফূর্ত্তি ॥ এক্ষেত্রের সীমা এবে শুন বিজ্ঞগণ। ক্রোড় আখণ্ডল মধ্য স্থান শাস্ত্রে কন ॥ ফলে ক্রোড়রূপী দেবী একদিগ সীমা। অন্যসীমা আখণ্ডল অতুল মহিমা ॥ এই স্থানে শিবলিঙ্গ

আছে কত শত। তারমধ্যে কহিব অনাদি লিঙ্গ যত॥ প্রথমত কাশী বিশ্বেশ্বর হন গণ্য। দ্বিতীয় বিরজেশ্বর সর্ব্বলোক ধন্য॥ তৃতীয় কশ্যপেশ্বর কশ্যপ স্থাপিত। তাঁহাকে করিলে পূজা কলয়ে বাঞ্ছিত॥ মঠান্তরে বিরাজিত নৃসিংহ বামন। রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি আর চক্র সুদর্শন॥ সর্ব্বদা বিরাজমান বীর হনুমান। শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম নামে আছে এক স্থান॥ চিরকাল আছে আর শ্রীঅক্ষয় বট। তাহাতে শোভিত বৈতরণীর ঘাট॥ ব্রহ্মা দশাশ্বমেধ করেন এই স্থানে। এইক্ষেত্র পুণ্যস্থান সর্ব্বলোকে জানে॥ বৈতরণী পার আর এক দেবালয়। তাহে যত দেবমূর্ত্তি কহিব নিশ্চয়॥ গণেশ প্রথমে অষ্ট মাতৃকা তৎপর। তাঁহাদের নাম কহি শুন ভক্ত বর॥ ভদ্রকালী আদ্যা ধন্যা মহামায়া। দ্বিতীয় বারাহী দেবী চমৎকৃত কায়া॥ তৃতীয়েতে শচী ইন্দ্র দেবের গৃহিণী। চতুর্থে জানিব লক্ষ্মী নিস্তার কারিণী॥ পঞ্চমেতে ছায়া দেবী যমের জননী। সাবিত্রী সে ষষ্ঠমাতা পতিত পাবনী॥ সপ্তমে পার্ব্বতী নাম গিরিরাজ কন্যা। অষ্টমেতে নারসিংহী অষ্টমাতা ধন্যা॥ তদ্দক্ষিণে মুক্তীশ্বর আর এক শিব। তাঁহাকে পূজিলে মুক্ত হয় সর্ব্বজীব॥ ঈশ্বর পার্ব্বতী আর কার্ত্তিকের রূপ। বিরজা ভবানী গদাধরের স্বরূপ॥ জগন্নাথ সুভদ্রা বলভদ্র বীর। দক্ষিণে আখণ্ডলেশ্বর শুন ধীর॥ পূর্ব্বদিগে স্থিতা সিদ্ধেশ্বরী সবে জানে। সিদ্ধেশ্বর নামে মহাদেব এই স্থানে॥ প্রদ্যুম্ন তপস্যা স্থল অপূর্ব্ব কাহিনী। এইস্থানে বৈতরণী উত্তর বাহিনী॥ পশ্চি

যেতে বিশ্বেশ্বর রক্ষক সর্ব্বদা। দক্ষিণ দিগেতে দেবী বিরজা বরদা॥ বিরজার পুরী এবে করিব বর্ণন। নয়নে দেখিলে, হয় মনের রঞ্জন॥ চতুর্দিগ উচ্চতর প্রস্তর প্রাচীর। সন্নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ সুগভীর॥ আম্র কাঁঠালাদিবৃক্ষ আছে নানাজাতি। কুসুম ফুটিলে হয় নন্দনের ভাতি॥ শ্রীমন্দির উচ্চ তথা অতি নিরুপম। তার অগ্রবর্ত্তী নাট মন্দির উত্তম॥ তার চতুর্দিগে কত শত দেবালয়। সে সব লিখিলে অতি বাহুল্য হয়॥ গয়াসুর নাভিকুণ্ড পুরী মধ্য স্থান। সাধুলোকে করে তথা পিতৃ পিণ্ড দান॥ গয়াধামে শিরে পিণ্ড গয়াসুর শিরে। যাজপুরে নাভিকুণ্ডে পিণ্ড দিলে ধীরে॥ গয়াসুর পদদ্বয় শ্রীচন্দ্রশেখরে। বেদবিধি মতে তথা পিণ্ড দান করে॥ এই তিন স্থানে পিণ্ড করিবেক দান। ইহার অন্যথা নাই বিধির বিধান। তিন ধামে গয়া ইথে নাহিক সংশয়। পুরাণ শুনিলে সে সন্দেহ দূর হয়॥ সকল পুরাণে পাবে স্থূল বিবরণ। বায়ু পুরাণেতে আছে বিশেষ বর্ণন॥ সাধু সদাশয় জ্ঞানি মহাশয় গণ। তাঁহারা বিদিত তিন গয়ার কারণ॥ তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি গয়া প্রকরণ। মনোযোগ কর সব সাধু বিচক্ষণ॥ গয়াসুর বিষ্ণু ভক্ত ব্রহ্মার সন্তান। জন্মাবধি তপোধন অতি জ্ঞানবান। অতি উৎকট ঘোর তপস্যা করিয়া। ব্রহ্মাদির স্থানে বর লইল সাধিয়া॥ মমদেহ হয় যেন পুণ্য নিকেতন। যে দেখিবে হবে তার পাপের মোচন॥ এই বর দেন তারে বিধিবিষ্ণুহর। পুণ্যধাম হল গয়াসুর কলেবর॥ যে দেখে সে ব্রহ্মলোক যায় সশরীরে। কোন পাপী নাহি যায় যমের

মন্দিরে ।। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ হইয়া ভাবিত । নারায়ণে কন সবে করহ বিহিত ॥ শুনিয়া দিলেন বিধি বিষ্ণু গুণনিধি । গয়াসুর দেহে গিয়া যজ্ঞকর বিধি ॥ বিধি গুণনিধি বিধি পাইয়া ত্বরিত । গয়াসুর সন্নিধানে হন উপস্থিত ॥ পিতৃ কার্য্য করা বৎস পুত্রের উচিত । মানস কহিব শুনি করহ বিহিত ॥ যজ্ঞ করিবারে বাঞ্ছা হয়েছে আমার । তার উপযুক্ত স্থান শরীর তোমার ॥ পুণ্যস্থান ভিন্ন কভু যজ্ঞ নাহি হয় । তব তনু পুণ্যধাম জেনেছি নিশ্চয় ॥ অতএব কিছু কাল করহ শয়ন । তুলিবা শরীর যজ্ঞ হলো সমাপন ॥ গয়াসুর মহাজ্ঞানী দয়াচমৎকার । শুনিয়া পিতার বাক্য করিল স্বীকার ॥ ইহা হৈতে ভাগ্য আর কি আছে আমার । মম দেহে হয় যদি তব উপকার ॥ পরে বিধি আজ্ঞা দেন করিতে শয়ন । শয়ন করিল বীর মুদিয়া নয়ন ॥ গয়া ধামে শিরোভাগ নাভি যাজপুরে । পদদ্বয় পড়ে গিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরে ॥ এই হেতু হইয়াছে তিন স্থান ধন্য । তাহে প্রকাশিত হয় গয়াসুর দয়া ॥ যাজপুরে নাভিগয়া যে জন না করে । পিতৃগণ দেষ্টা হয়্যে নরকেতে মরে ॥ শ্রীপুরুষোত্তম তত্ত্বে স্মার্ত্তের লিখন । আছয়ে প্রকাশ বহু ফল নিরূপণ ॥

তথাচ গারুড়ে ।

গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবীতটে । অত্র পিণ্ড প্রদোয়াতি ব্রহ্মলোকমনাময়ং ।

বিরজামাহাত্ম্যে ব্রহ্মপুরাণম্ ।

বৈতরণ্যাং নরঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য পিতৃন্‌পি দত্বা পিণ্ডান্ প্রযত্নাত্ম [illegible] । কোটিজন্মকৃতং পাপং স্নান দানৈর্বিনশ্যতি ।

তারে [illegible] তাহাকে । [illegible] না করিলে নাস্তিক [illegible] । [illegible] বৈতরণী নামে । [illegible] [illegible] ॥ [illegible] তথা পিত্রো [illegible] । [illegible] বিশেষ [illegible] । [illegible] করিবে ॥ [illegible] পারে । [illegible] উচিত [illegible] অনুসারে ॥ [illegible] । [illegible] কিছু কহিব [illegible] ॥ বিরজার ক্ষেত্রে এক কুণ্ড মনোহর । ব্রহ্মকুণ্ড নাম [illegible] সরোবর ॥ ব্রহ্ম যজ্ঞ চিহ্ন ঐ কুণ্ডে আছে তথা । সর্বক্ষেত্রে এইমত যজ্ঞ যথা যথা ॥ তার তীরে আছে পঞ্চপাণ্ডব প্রতিমা । কি কব তাহার গুণ অসীম মহিমা ॥ তার পর লিঙ্গ এক ব্রহ্মেশ্বর নামে । তদন্তরে ভদ্রেশ্বর স্থিতি সেই ধামে ॥ তিলভাণ্ডেশ্বর শিব আর সোমেশ্বর । জাগুনি বন্ধন এই পঞ্চলিঙ্গ বর ॥ এইস্থানে গিয়া লোক দিব্য আদি করে । অসত্য হইলে

দেখিলে সন্তুষ্ট হন যত মহাভাগ। তদুত্তরে আছে এক কুণ্ড বিদ্যমান। গোকর্ণ তাহার নাম পাষাণ নির্ম্মাণ॥ তদুপরি তীর্থ মণিকর্ণিকা বিদিত। তার তীরে বিশ্বেশ্বর ঈশান স্থাপিত॥ অন্য তীরে শ্রীকপিলেশ্বর বিরাজিল। এই সব লিঙ্গ দেবরাজের পূজিত॥ সেই তীরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আর। সঙ্গে তার নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সার। বিরজার ক্ষেত্রে এই সব সুদর্শন। সাধু লোক এসকল করিবে দর্শন॥ যথাবিধি কর্ম্ম সব সমাপন করি। দক্ষিণা দিবেন দ্বিজে ক্রোধ পরিহরি॥ যদি বল ক্রোধ কেন হবে দ্বিজ প্রতি। হবে সে বৃত্তান্ত কহি শুনহ সম্প্রতি।

অথ যাজপুরের পাণ্ডার বৃত্তান্ত।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত। তিনশত ষাটি ঘরে প্রসিদ্ধ গণিত॥ তাহাতে হয়েছে বহু সন্তান সন্ততি। ক্রমেং সে বংশের হতেছে উন্নতি॥ এ সব ব্রাহ্মণে যাজপুর পরিপূর্ণ। ইহারা যাজন কর্ম্মে যত্নবান তূর্ণ॥ যাজপুরে যাত্রির হইলে আগমন। যজমান নিরূপণ করেন তখন॥ কেহ বলে আমি তব পিতৃপুরোহিত। কেহ কহে তব বংশ মম পরিচিত॥ যাত্রী কহে হত্যে পারে আমি জ্ঞাত নই। শুনিয়া ব্রাহ্মণ কয় পরিচয় কই॥ ঘর কোটী কহিয়া জিজ্ঞাসয়ে নিবাস। যাত্রী তদুত্তর করে বুঝিয়া

আভাস॥ অদ্ভুত শেষে দেখে গ্রন্থের লিখন। যাহাতে লিখন যজমান বিবরণ॥ এক২ জন স্থানে বহুতর বহি। বাহির করয়ে সর্ব্ব পুরুষের সহি॥ ফলিতার্থ যে বংশের কোন একজন। পর্ব্বকালে এসেছিল তীর্থের কারণ॥ তার পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিয়াছে যেই। তৎকুল পুরোহিত হইবেক সেই॥ পরে২ উভয় বংশেতে এই ক্রম। ইহার অন্যথা নাহি নাহি হয় ভ্রম॥ ইহাতে নিশ্চয় জানা করয়ে বিরোধ। তৎকালে যজমানের হয় বড়ক্রোধ॥ যেহেতু সকলে আসি করয়ে জিজ্ঞাসা। মম যজমান বুঝি এই সে প্রত্যাশা। শত২ জনস্থানে দিতে পারচয়। অবশ্যই পরম হংসের ক্রোধ হয়॥ তার পর স্থিরতর হলে যজমান। পুরোহিত লয়ে যান আপনার স্থান॥ নিজ নিকেতনে পুরোহিত দেন বাসা। পরে তাঁর হয় স্থির যে কারণে আসা॥ সেদিন বা পরদিন কর্ম্ম শেষ হয়। তখন কহেন তুষ্ট কর মহাশয়॥ আপন২ ইচ্ছামতে দান করি। তুষ্ট করে দ্বিজবরে ক্রোধ পরিহরি॥ পুরোহিত আশিষ করেন তার পরে। ধান্য দূর্ব্বা নারিকেল ফল করি করে॥ এই রূপে গদাক্ষেত্রে পাইয়া তরণ। তার পরে ক্ষেত্র বরে করিবে গমন॥ পুরাণ দেখিয়া আর শুনি ব্যবহার। ভবানীচরণ

পদ্মক্ষেত্র।

অর্থাৎ কণারক।

উক্ত স্থান এক্ষণে অরণ্য প্রায় আছে ওথায় যে দেবমূর্ত্তি স্থাপিত ছিলেন তাহা পুরীধামে আনীত হইয়াছেন ইহা মাদলা পঞ্জিকা মধ্যে লিখিত হইয়াছে এক্ষণে কণারকে কেবল ভগ্ন মন্দির ও ভগ্ন নাটমন্দির এই মাত্র চিহ্ন আছে দৃষ্ট হইয়াছে সেই মন্দির অতি প্রকাণ্ড পুরুষোত্তমের মন্দির হইতেও উচ্চ ও প্রশস্ত অপর নাটমন্দির অত্যন্ত বিশাল তাহার একটি স্তম্ভ পুরীধামে আনীত হইয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে সংস্থাপিত আছে তাহা অরুণ স্তম্ভ নামে খ্যাত উচ্চে প্রায় ৬০ হস্ত ঐ প্রকার এক সহস্র স্তম্ভ তথায় আছে পদ্মক্ষেত্রের স্থূল বৃত্তান্ত এই।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	৭৫৭	৭৬১
ঐ	৭১২	৫৫১
২৫	১৪৭৪	৩১৭৯
ঐ	১৫	৩৭
৩২	১১১৩	১২২২
২৮	০	২.৩। ১৩৭৭
৩০	১৬১৫	[illegible]১৬৩৭
ঐ	১১	